CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 November 2021 ■ আগরতলা ২৪ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ৭ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## আগরতলায় নির্বাচনী প্রচার

আগরতলা পুর নিগমে বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচার।

আগরতলা পুর নিগমে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট প্রচার।

আগরতলা পুর নিগমে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট প্রচার।

## জিবিতে নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী খবার সরবরাহ হচ্ছেনা রোগীদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীদের জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়ে থাকে। দূর দুরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজন রা হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা খাবারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সরকারিভাবে যে খাদ্য তালিকা রয়েছে সেই খাদ্য তালিকা অনুযায়ী রোগীদের মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। রোগীদের তরফ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ডিম পুরোটা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে না।

যারা খাবার সরবরাহ করে তারা ভাত ডাল সবজি সরবরাহ করলেও ডিম সরবরাহ করছে নার্সরা। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে একাংশের নার্স খাবার সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টিম গুলো নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যাচ্ছে। রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত ডিম থেকে ভাগ নিচ্ছে নার্সরা। ফলে অনেকের রোগীকে ডিম দেওয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর তাদের পরিবারের লোকজন তার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

হাসপাতাল রোগীদের মধ্যে খাবার সরবরাহ সরকারি তালিকা অনুযায়ী করার জন্য রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। খাবার সরবরাহ করা নিয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগের তদন্ত ক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

### পুর ভোট পিছানোর দাবী নাকচ

# অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে গৃহিত ব্যবস্থা জানাতে ডিজিপিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

**নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) :** ত্রিপুরার পুরভোটকে কেন্দ্র করে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন শীর্ষ আদালতে এক সপ্তাহের জন্য ভোট পিছনোর আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই আবেদনের শুনানিতেই এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ত্রিপুরায় আগামী ২৫ নভেম্বর পুরভোট। মঙ্গলবারই পুরভোটের প্রচার শেষ হচ্ছে। আগামী ২৮ নভেম্বর ভোটের ফল ঘোষণা।

নির্দেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, একান্ত উপায় না থাকলে তখনই ভোট বন্ধের মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরামর্শও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৫ নভেম্বর। মঙ্গলবার পুরভোট নিয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে শীর্ষ আদালত জানায়, "যে আশঙ্কা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোট পিছনোর আর্জি জানিয়েছে, রাজ্য সরকারকে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেই তার নিষ্পত্তি করা সম্ভব।" ভোট পিছনোর আবেদন খারিজ করলেও পুরভোটে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ফের ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আগামীকাল সকালে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সাথে নিয়ে ডিজিপি এবং আইজিপি (আইন শৃঙ্খলা) যাতে বৈঠক করে রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠক করেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য। তাছাড়া, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে। সেই সাথে গণনা পর্যন্ত যাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ক্ষুন্ন না হয় তা পুলিশের ডিজি এবং আইজি (আইন শৃঙ্খলা) কে নজরদারীতে রাখতে হবে। পুলিশ প্রশাসন সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, বুধবার সকালেই ত্রিপুরা পুলিশের আইজি এবং ডিজি-র নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করতে হবে। পুরভোটের নিরাপত্তা নিয়ে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, সেই রিপোর্টও সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরায় পুরভোটকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এবং বিজেপি-র মধ্যে সংঘাত চূড়ান্তে পৌঁছেছে। সোমবার রাতেও আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বাড়িতে হামলা, গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। গত কয়েকদিন ধরেই ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে বিজেপি-র হাতে তৃণমূল নেতাদের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর আগেই একটি নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল, পুরভোটের জন্য যাতে বিরোধীরাও যথাযথ ভাবে প্রচার করতে পারে, তার জন্য যাবতীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

এদিকে, রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে আগামী ২৫ নভেম্বর আগরতলা পুরনিগম ও অন্যান্য পুর এবং নগর এলাকার নির্বাচনে উৎসবের মেজাজে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ সন্ধ্যায় আইনমন্ত্রী তাঁর অফিসকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবাসীর প্রতি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু রাজ্যের আসন্ন পুরভোটকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### পুর ও নগর ভোট

## রাজ্যের ৬৪৪ বুথের মধ্যে 'এ' ক্যাটাগরির ৩৭০ এবং 'বি' ২৭৪

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পুর ও নগর ভোটের লক্ষ্যে বুথগুলির শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে- শুরুতেই, ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্যের সমস্ত মানুষকে জানাতে চায় যে ২৫/১১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের সাধারণ নির্বাচনের জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বছর মোট ০৬টি নগর পঞ্চায়েত, ০৭টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২০টি থানা এলাকা জুড়ে ৬৪৪টি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৬৪৪টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩৭০টি ভোটকেন্দ্র 'এ' ক্যাটাগরিতে এবং ২৭৪টি ভোটকেন্দ্র 'বি' ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত। 'এ' ক্যাটাগরির ভোটকেন্দ্রে ০৪ টিএসআর কর্মী এবং 'বি' ক্যাটাগরির ভোটকেন্দ্রে ০৪ জন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হবে। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার সমস্ত "ঙ" ক্যাটাগরির পোলিং বুথের জন্য ০৫ টিএসআর কর্মী মোতায়েন করা হবে ০৪টি আগে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন গেজেটেড অফিসারের অধীনে সিআরপিএফের দুটি বিভাগকে স্ট্রংরুম এবং সরকারী প্রেসে মোতায়েন করা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সব অফিসে স্থায়ী প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। সব রিটার্নিং অফিসারকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকল পর্যবেক্ষকদের সাথে এসকর্ট এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ৯৭ জন পুলিশ সেক্টর অফিসারকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২০১ জন প্রার্থী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২০১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির ৫১ জন, সিপিআই'র ৩ জন, সিপিআই(এম)'র ৪০ জন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৩ জন, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের ১জন, আমরা বাঙালীর ৪ জন, আরএসপি'র ২ জন, এস ইউ সি আই'র ৫ জন, সারা ভারত ত'ণমূল কংগ্রেসের ৫১ জন ও ১১ জন নির্দল প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৪৩৯ টি। ইতিমধ্যেই ভোটগ্রহণ কর্মীদের দুই পর্যায়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে ৩ জন পর্যবেক্ষক ও ৫৪ জন সেক্টর অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। মোট ভোটগ্রহণ কর্মী রয়েছেন ২,৫২৫ জন। মোট ভোটার ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৩৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৬৭ জন, মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৫৮ জন এবং ত'তীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ১৪ জন।

গত ১৯-২০ নভেম্বর উমাকান্ত একাডেমি স্কুলে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভোট দিয়েছেন ২,৪৫৪ জন। সদর মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

## চুড়াইবাড়িতে বাংলাদেশী ভাই-বোন আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ নভেম্বর।।** অসম-ত্রিপুরা আন্তঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি (অসম) পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন বাংলাদেশি ভাই ও বোন। আটক দুজনকে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা সবনম আখতার (২৬) এবং মহম্মদ জনি তালুকদার (২৪) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীল জানান, গতকাল সোমবার রাতে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে তাঁরা রুটিন তালাশি চালাচ্ছিলেন। এক সময় ত্রিপুরার রাজধানী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কাঞ্চনপুরে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সামনে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারটা থেকে কাঞ্চনপুর জলেবাসা যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা মঙ্গলবার কাঞ্চনপুর জলেবাসা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের দাবি শিক্ষা দফতর থেকে জানানো হয় ক্লাস ইলেভেনের পেটেন্ট পরীক্ষা ৪০ মার্কের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পানিসাগরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলার গুরুতর আহত স্বামী ও দুই শিশু সন্তান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ নভেম্বর।।** আজ সাত সকালে সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জন্মদাত্রী মায়ের। মৃত মহিলাকে লেংথামাই হালাম ওরফে জাকই (২৭) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানাধীন খাসিয়াবাড়ি এলাকার দেওছড়া খাসিয়াবাড়ি গ্রিফ সংলগ্ন অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পালসার বাইকে করে প্রতিদিনের মতো আজ মঙ্গলবার সকালে স্বামী ও দুটি বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন লেংথামাই হালাম ওরফে জাকই। জলেভাসায় অবসিত পাথরটিলার নিজের বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে খাসিয়াবাড়ি গ্রিফ সংলগ্ন এলাকায় আসতেই অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে চলন্ত একটি ট্রাক পালসার বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে স্বামী, দুই সন্তান এবং লেংথামাই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন। বাইক থেকে পাকা রাস্তায় পড়ে মাথায় আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যান স্ত্রী লেংথামাই হালাম।

ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর লোকজন তৎক্ষণাৎ এসে আহতদের তিলথই হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসক লেংথামাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি স্বামী সহ দুই সন্তানও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এদিকে পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘটনার খোঁজখবর নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কৈলাসহরে চিনিবাগানে পানীয় জলের জন্য হাহাকার, পথ অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি,কৈলাসহর, ২৩ নভেম্বর।।** পানীয়জলের দাবীতে কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকায় ধর্মনগর - কৈলাসহরের রাস্তা অবরোধ করে এলাকাবাসীরা। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু হয়।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকায় প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ উপজাতি সম্প্রদায়ের। চিনিবাগান এলাকার মানুষরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় পানীয়জলের তীব্র সমস্যা রয়েছে। এলাকায় কয়েকটি রিং ওয়েল থাকলেও দীর্ঘদিন ধরেই এগুলো অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রশাসনকে কয়েকবার লিখিত ভাবে এবং মৌখিকভাবে গ্রামবাসীরা জানানোর পরও প্রশাসনের কোনো ধরনের হেলদোল নেই। বিগত ছয়মাস ধরে ঙ্চছ দপ্তরের পক্ষ থেকে যারফলে এলাকায় পানীয়জলের তীব্র হাহাকার

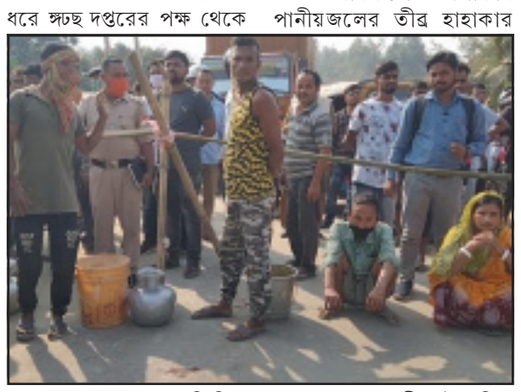

এলাকায় একবেলা করে গাড়ি দিয়ে পানীয়জল দিলেও তা ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু বিগত তিন মাস ধরে দপ্তরের পক্ষ থেকে গাড়ি দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে না। চলছে। এলাকাবাসীরা উত্তেজিত হয়ে চিনিবাগান এলাকায় বেলা এগারোটা থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# আইন-শৃঙ্খলা গোল্লায়, সিপিএম গুন্ডারা বিজেপিতে প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুদীপ-আশীষের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** আবারও বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। নির্বাচনকে ঘিরে ত্রিপুরায় উৎসবের মেজাজ এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সর্বত্রই শুধু হামলা-হুজ্জতি। আজ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই আক্ষেপ করেন তিনি। বিধায়ক আশিসকুমার সাহাকে পাশে বসিয়ে তিনি দাবি করেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাস নিয়ে নীরবতা অবলম্বন করছেন বলে তীব্র সমালোচনা করেন সুদীপ বর্মণ। তবে, সন্ত্রাসের পেছনে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর জামা পাল্টানো সিপিএম ক্যাডারদের দায়ী করেছেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, দুর্দিনে যে সকল বিজেপি কর্মী প্রাণ দিয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন, তাঁরাই আজ মার খাচ্ছেন। তবে

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ও বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি নিজস্ব।

সন্ত্রাসের পেছনে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম এবং কংগ্রেসের ছায়াজোট রয়েছে মানতে রাজি নন তিনি। সুদীপের মতে, সন্ত্রাস নিয়ে ছায়াজোটের গল্প রাজনৈতিক মন্তব্য।

তিনি বলেন, অতীতে ত্রিপুরায় উৎসবের মেজাজে ভোট হয়েছে। কিন্তু এখন সেই মেজাজ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর মতে, এখন শুধুই হামলা-হুজ্জতি, বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো ঘটনার চাক্ষুস করছি আমরা। তাঁর দাবি, নির্বাচনকে ঘিরে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের ঘটনায় সারা দেশে বিজেপিকে কলঙ্কিত করেছে। অথচ রাজ্যে বিজেপি কাউকেই সন্ত্রাস করার জন্য বলে দেয়নি। তিনি জোর গলায় বলেন, সন্ত্রাস যাঁরা করছেন তাঁরা বিজেপি কার্যকর্তা নন। ত্রিপুরায় ক্ষমতা পরিবর্তন হওয়ার পর যে সকল কট্টর বামপন্থী জামা পাল্টে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই হামলা-হুজ্জতি করছেন।

তাঁর আক্ষেপ, জীবন বাজি রেখে বিজেপির জন্য লড়াই করেছেন যাঁরা, তাঁরা আজ ওই সব বাম সন্ত্রাসীদের হাতে মার খাচ্ছেন। তাঁর দাবি, পুর নির্বাচনের আগেই ওই বাম সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অবাক করার বিষয়, তাঁরা এখনও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজেপিকে বদনাম করছেন।

এ-সব কিছুর জন্য সুদীপবাবু আজ মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন। সাথে তিনি বিজেপির প্রদেশ শীর্ষ নেতৃত্বদেরও একহাত নিয়েছেন। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিদ্রোহের জের, সুদীপ-আশীষের বিরুদ্ধে কঠোরা ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ঃ বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** পুর নির্বাচন সমাপ্ত হলেই দল-বিরোধী কাজের জন্য বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে দল। কারণ, বিরোধীদের সুর তাঁর গলায় শুনতে পাচ্ছে বিজেপি। আজ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরণ ঘটানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুদীপ রায়বর্মণকে কড়া বার্তা দিয়েছে ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপি।

এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, পুর নির্বাচনের সরব প্রচার আজ সমাপ্ত হয়েছে। এই নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ঘটনায় দলীয় বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ সাংবাদিক সম্মেলন করে কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। এতে উল্লসিত তৃণমূল কংগ্রেস হই-হই করে সুদীপবাবুকে সমর্থন করেছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, সুদীপ রায়বর্মণের গলায় বিরোধীদের সুর শোনা যাচ্ছে। কারণ, বিরোধীদের ফায়দা দিতেই তিনি আজ সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে বিরোধীরা ইন্ধন পাবেন।

সুব্রতবাবু আজ সাফ জানিয়েছেন, বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বিজেপির দলীয় শৃঙ্খলা অনুধাবন করতে পারেন না। তাই দলের অনুমতি না নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বেফাঁস মন্তব্য করেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, তিনি ব্যক্তি-আক্রমণও করেছেন। সুব্রতের কথায়, আজ নানা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সুদীপবাবু মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, দলের সাথে দূরত্ব সুদীপবাবুই তৈরি করেছেন। তাঁকে নির্বাচনের কাজে ডাকা হয় না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। অথচ, পুর নির্বাচনের কমিটিতে তিনি রয়েছেন। তাঁকে একাধিকবার ডাকা হলেও কখনও তিনি বৈঠকে যোগ দিতে আসেননি।

এদিন সুব্রত চক্রবর্তী সাফ জানিয়েছেন, দলের নজরে সমস্ত বিষয় রয়েছে। তাই পুর নির্বাচন সমাপ্ত হলেই সুদীপ রায়বর্মণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৪৮ ▫ ২৪ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ৬ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## প্রতিহত করাই লক্ষ্য

তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় দাঁত ফোটাইতে পারিবে না, এটা প্রমাণ করাই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। তাই ত্রিপুরায় পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া যে সন্ত্রাস শুরু হইয়াছে, তাহা লাগাম ছাড়াইবে পুরভোটের দিন। ২৫ নভেম্বর। তাহার মহড়াও শুরু হইয়া গিয়াছে। আসলে ত্রিপুরা দখলের পর বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীর হইবার যে ভূত মাথায় চড়িয়া বসে আছে বসিয়াছে তাহা বিজেপির ঘাড় হইতে কিছুতেই নামিতেছে না। পঞ্চায়েত ভোটে ৯৬ শতাংশ আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতিয়া হাসির খোরাক হইয়াছিল বিজেপি। তাহা সত্ত্বেও তাহারা যে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়, প্রমাণ পাওয়া গেল পুরভোটের সূচনালগ্নেই। ক্ষমতার দাপট দেখাইয়া ভোটের আগেই সাত সাতটি পুরসভা কব্জাকোরিয়া নিল বিজেপি। বিরোধীরা এক তৃতীয়াংশ আসনে প্রার্থীই দিতে পারিল না। এই অবস্থায় নির্বিঘ্নে ভোটদান ত্রিপুরাবাসীর কাছে অলীক স্বপ্ন। অথচ এই বিজেপিই কথায় কথায় বাংলায় সন্ত্রাস ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তোলে। গণতন্ত্রের কথা বলে। একেই বলে, ভূতের মুখে রাম নাম।

’৭৭ সালে ক্ষমতালাভের পরের বছরই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ভোট করিয়াছিল। তখন কংগ্রেস নেতারা মাথা বাঁচাইতে ব্যস্ত। তাই মাথা তুলিবার অবকাশ ছিল না। কিছু পঞ্চায়েতে সাইকেল প্রতীক নিয়া নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হইলেও তাহার সংখ্যাটা ছিল নগণ্য। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার প্রবণতা সেই শুরু। ৯০ এর দশকের গোড়া থেকেই বাড়িতে থাকে জুলুমবাজি, সন্ত্রাস ও রিগিংয়ের দাপট। জনবিচ্ছিন্নতা যত বাড়িয়াছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার থিওরি বামেদের কাছে ততই জনপ্রিয় হইয়াছে। তবে, তাহা পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সমীহ করিয়া চলিত বামেরাও। কিন্তু, বিজেপি এসবের ধার ধারে না। তাই ত্রিপুরায় সাতটি পুরসভায় বিরোধী কোনও দলকেই প্রার্থী দিতে দেয়নি।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী” হইবার দায় শুধু বামেদের ঘাড়ে চাপাইয়া হাত মুছিয়া ফেলিলে সত্যকে গোপন করা হইবে। ত্রিপুরায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের মেয়াদ সাড়ে তিন বছরের মতো। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়া বিজেপি ক্ষমতায় আসিন হইয়াছিল, পাহাড় কিছুই পূরণ হয়নি। একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করেনি।’ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস নতুন দল। তাহাদের পক্ষে রাজ্যের সব পুরসভায় প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু, সিপিএম রাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল। এখনও সেখানে তারাই বিরোধী দল। আগরতলা সহ ত্রিপুরার মোট ২০টি পুরসভার আসন সংখ্যা ৩৩৪। তাহার মধ্যে ১১২টি আসন ইতিমধ্যেই বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করিয়াছে। ২০২৩ সালে ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচন। তাই প্রায় সব রাজনৈতিক দলই পুরভোটকে ‘প্রস্তুতি ম্যাচ’ হিসাবে দেখিতেছে। বঙ্গের নির্বাচনে মোদি-অমিত শাহ জুটিকে হারানোর পর তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরাকে পাখির চোখ করায় ‘খেলা’ আগেই জমি আগেই জমিয়া গিয়াছে।।তৃণমূলকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের উন্মাদনা বাড়িতেছে। মমতাকে ঠেকাইতে না পারিলে ত্রিপুরায় তাহাদের ‘লালকার্ড’ দেখা কেউ ঠেকাইতে পারিবে না। তাই ত্রিপুরায় তৃণমূলকে আটকাইতে আদাজল খাইয়া মাঠে অবতীর্ণ হইয়াছে বিজেপি।পুরভোটে যে কোনও মূল্যে তৃণমূলকে ‘শূন্য’ করাই বিজেপির টার্গেট।

# ভারতের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকে ভেস্তে দিতে চলছে নানা ষড়যন্ত্র ! উদ্বিগ্ন বিশিষ্টরা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২২ নভেম্বর (হি.স): আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। এবার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। কিন্তু, ভারতের রাষ্ট্রপতির এই সফরকে ভেস্তে দিতে চাইছে বিএনপি-জামাতের নেতা-কর্মীরা। ঠিক যেভাবে চলতি বছরের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে সফরের সময় তাণ্ডব চালানো হয়েছিল। নানা ধরনের অপপ্রচার চলছে সামাজিক মাধ্যমে, ভারতের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকে ভেস্তে দিতে যে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, তাতে উদ্বিগ্ন সে দেশেরই বিশিষ্ট মহল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারচ্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর



প্রাক্তন উপদেষ্টা দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনেরা।

ভারতের রাষ্ট্রপতির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী। তিনি হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেন, ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশকে রক্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিকে আমন্ত্রণ জানানো গৌরবের বিষয় বলে অভিমত তাঁর। তিনি বলেন, চিনে উইঘুর প্রদেশে হাজার-হাজার মুসলিমদের উপরে অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে। মসজিদ ভেঙে সেখানে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু মাওলানা রনি-সহ তথাকথিত পাকিস্থাপন্থী জামাত ঘরানার বুদ্ধিজীবিরা চিনের মুসলিমদের উপরে নির্যাতনের ব্যাপারে নিরব। তাদের ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সঠিক ভাবে পরিচালনা না করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা বন্ধ করা দরকার। ভারতের রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে যারা বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, সামান্য কিছু হলেই অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদেরও গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? দেরি হলে গত ২৬ মার্চের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময়ের মতো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাতে পারে। পাকিস্তানী প্রেতাত্মাদের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার-কে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব দীপ আজাদ বলেছেন, সাংবাদিক সমাজ ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (আইসিটি)-এর বিরুদ্ধে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা মিথ্যা তথ্য প্রচার করে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবে, অশান্তি সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে শুধু আইসিটি এ্যাক্ট নয় আরও কঠোর আইন প্রয়োগ করা দরকার। আশা রাখি ভারতের রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিশিক্ত আইজি (মিডিয়া) মো. কামরুজ্জামান বলেন, শুধু ভারতের রাষ্ট্রপতি নয়, এই ধরনের ভিআইপিদের বিরুদ্ধে যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দা নজরদারি চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

# ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সীমান্ত গান্ধিকে ভুলে যাওয়া যায় না

সূর্যাংশ ভট্টাচার্য

দেখতে দেখতে ৬ই ফেব্রুয়ারি পার হয়ে গেল। কেউ খোঁজ করেও দেখলো না এই দিনটি স্মরণীয় বুলে যাবার নয়। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ৭৪ বছর পরে এমন এক দেশনেতাকে ভুলতে বসেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যিনি প্রায় প্রত্যহ কোন না কোন সংবাদপত্রে সংবাদ হতৈন। সংবাদ হতেন এই কারণে যে তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর নাম খান আব্দুল দফফর খান। দেশবাসী তাঁকে চিনতেন সীমান্ত গান্থি বা ফ্রন্টিয়ার গান্ধি হিসেবে।

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের প্রদেশ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স—সেই প্রদেশের একচ্ছত্র গান্ধিবাদ নেতা ছিলেন তিনি—দেশ তাঁকে মহাত্মা গান্ধির সমমর্যাদা দিয়ে ডাকতো সীনান্ত গান্ধি বলে। তিনি ছিলেন গান্ধিজির অহিংসা অসহযোগ সত্যাগ্রাহ বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু-মুসলমান হচ্ছে এক জাতি এক প্রাণ, একেই বৃন্তে দুইটি কুসুন, হিন্দু মুসলমান। মুসলিন লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না সীমান্ত গান্ধি তথা খান আব্দুল গফফর খান। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই মতাদর্শের জন্য, পাকিস্তান সৃষ্টির পরে, অনবরত মুসলমানদের হাতে হয়েছেন নির্যাতিত নিগৃহীত। এমনকি মুহাম্মদ আলি জিন্নাও পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে পরেই মাত্র আট দিন যেতে না যেতেই সীমান্ত গান্ধির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। একরোখা পাকিস্তানীরা তাঁকে বলতো হিন্দুদের দালাল। কিন্তু তিনি হিন্দুদের কোন, কোন সম্প্রদায়েরই দালাল ছিলেন না তা জীবন দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। দেশ বাগ হবার পরে তিনি তার বাসস্থান সীমান্ত প্রদেশ যখন পাকিস্তানের অন্তর্গ হল তখন অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বারতে চলে আসতে। কিন্তু সীমান্ত গান্ধি তাঁর জন্মস্থান ত্যাগে রাজি হয়নি। দেশভাগের চিরকাল বিপক্ষে যে মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রাম করে গেছেন, তিনি রয়ে গেলেন পাকিস্তানেই।

কান আব্দুল গফফর খানের ১৩১ তম জন্মবার্ষিকী ভারতে নিরবে নিভৃতে কোন্ দযাপন ছাড়ই চলে গেল। অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তেমনি হওয়ার কথা ছিল না। তিনি মানুষের মনের বাদশা অর্থাৎ মনের মানুষ। তাঁকে লোকে ডাকতো বাদশা খান বলে। সেই আদরের মানুষটি সীমান্ত প্রদেশে তাঁর জনজাতির লোকদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন এক স্বতন্ত্র পরিচয় রেড সার্ট পার্টি লাল কুর্তার লোক। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গেলে, তখন দেখা যে লাল কুর্তার ছড়াছাড়ি। লাল কুর্তার লোকরা সবাই সীনান্ত গান্ধির সমর্থক যাকে ইংরেজিতে বলে ফলোয়ার। এই সমর্থকদের নিয়ে সীমান্ত গান্ধির অভূতপূর্ব সংগঠন খুদাই খিদমদগার। খুদা শব্দের অর্থ সেবক। অর্থাৎ তাঁর সব ভগবানের সেক। সারভেক্টাস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ভূমিকা নিয়েছিল খুদাই খিদমদগার সংগঠনের ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকারই অনুরূপ। ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকের বিরটি অঞ্চলে সীমান্ত গান্ধি তাঁর সংগঠনকে গান্ধিজির অনুবর্তী করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে সীমান্ত গান্ধি তার সংগঠনকে গান্ধির অনুবর্তী করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে সীমান্ত গান্ধির এই কর্মপ্রবর্তনা এক নতুন দিশা---এক নতুন প্রত্যয়। সবার উপরে মানুষ সত্য মানুষে মানুষে কেন ভেদ নাই ভেদ নাই হিন্দু মুসলমানের বাদশা খানের ছিল এই জীবন বেদ। সীমান্ত গান্ধির বেলায়ও বলা চলে—আমার জীবনই আর বাণী। সীমান্ত গান্ধির বেশ ভূয়া অতি সাধারণ এবং তা অনেকটাই মহাত্মা গান্ধির অনুসারী। এমন মানুষ বিরল। বাদশা খানের জন্ম ১৮৯০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পরলোক গমন হয় ১৯৮৮ সালের ২০ জানুয়ারি। জীবনকাল ৯৮ বৎসর। তাঁর জীবনকালের ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন। গান্ধিজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছলেন খান আব্দুল গফফর খান। অধ্যাপক শামমুল ইসলামের বক্তব্য He was a prominent Indian Freedom fighter, a die-hard opponent of the wo nation theory and the idea violence, enjoyed the same stature in the NWFP also khadh as fiontier Gandihi as Lendhi had in India. দেশভাগ যখন বিধির বিধন হয়ে খোলো তখন তিনি NWFP প্রদেশের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুসলমান মৌলবাদী তরঙ্গের অভিত তিনি সামলাতে পারেননি। ফলে জিয়াও ব্রিটিশ শাসকদের যৌথ প্রয়াসে NWFP প্রদেশ পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হল। বাদশা খান পরাজিত হলেন, কিন্তু পাকিস্তান ছেড়ে তিনি ভারতে চলে আসেননি। জীবন বাকি ৪১ বছর তিনি পাকিস্তানেই ছিলেন। তাঁর আদর্শ নিষ্ঠা। প্রাণিধানযোগ্য।

পাকিস্তানের শাসকরা বাদশা খানকে কখনই ভালো চোখে দেখেনি। পাকিস্তানে যে দলই সরকার গঠন করুক না কেন, তাদের অত্যাচার বাদশা খান, তাঁর পরিবার এবং তাঁর অনুচরদের উপর নেমে এসেছিল। বাদশা খানের এক ভাইকে তারা হত্যা করে। লাল কুর্তা দলের অনেক কর্মীকে শিকার হতে হয় নির্মমতার। আর বাদশা খানকে জেলে থাকতে হয় এক যুগের উপর। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা অভিযোগের ফল এই কারাবাস। এর ফলে বাদশা খান পাকিস্তান ত্যাগ করে আফগানিস্তানে চলেযান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাদশা খানের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। পাকিস্তান স্থাপিত হয় ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে। আর জিন্নার আদেশে NWFP সরকারের প্রশাসনের পদ থেকে ২২ আগস্ট ১৯৪৭ বাদশা খানের বড় ভাই অপসারিত হন। এই হচ্ছে, পাকিস্তানের গণতন্ত্রের চেহারা। মতের অমিল তাই সরাও ক্ষমতা থেকে বাদশা খানের দাদাকে, স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে খান আব্দুল গফফর খানের কি অবস্থান হলো? এ বিষয়ে ইতিহাসবিদরা ভালো বলতে পারবেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাস নাগাদ যখন দেখভাগ নিয়ে কথাবার্তা তর্ক বিতর্ক চরম অবস্থায় তখন থেকেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেকট কোণঠাসা সীমান্ত গান্ধি। তখন মহাত্মা গান্ধিও অকেটা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ মুহাম্মদ আলি কংগ্রেস দলকে অনেকটহি বেসামাল অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই মহা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে খান আব্দুল গফফর খান দীপ্ত কণ্ঠে তার অবস্থান ঘোষণা করে বলেছিলেন,People complain seling me for having joined the congress by seling my nation. The Congress is a Jirgah composed of Hindu, Lews, Sikha, Parsis and Muslims, The Congress as a body is working against the Birish-the Birish nation is the enemy of the congress and of the pathans I have therefore joined it and made commonc cause with the congress to get rid of the Brifish. বিদেশী ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়নকেই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন সীমান্ত গান্ধি। তাই মুসলিম লিগের নীতিকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি মুসলমানদের পৃথক জাতি বলে মানতেন না। NWFP এর পাঠান প্রধান মুসলমানদের তিনি তাই কংগ্রেসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। পরাধীনতাকে তিনি দাসত্ব বলে মনে করতেন। কোরানে দাসত্বকে নির্মূল করার বয়ান আছে। তাই কোরানের এই দাসত্ববিরোধী তত্বকে গুরুত্ব দিয়ে বান, প্রদেশে তিনি ভূমিসংসংস্কারেও ব্রতী হয়েছিলেন। এইভাবে গরিব পাঠানদের মধ্যে যাতে জমির বণ্টন হয় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাব এই উদ্যোগ ছিল জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে। তাই বড় বড় খামারবাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন তিনি। বিংশ শতকের গোড়ার দশকে সীমান্ত গান্ধির এই প্রচেষ্টার মধ্যে সমাজবাদের অস্কুরোদগম লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের বিভাজনের প্রাক্‌মুহূর্তে কংগ্রসে নেতা সীমান্ত গান্ধি দেখলেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে দেশভাগের বিরোধীরা অনেকটাই নিঃসঙ্গ, অনেকটাই সংখ্যালঘু। জিন্নার ডায়রেক্ট অ্যাকশন ডে’র ভারত জোড়া আন্দোলনে অর্থাৎ দাঙ্গা হাঙ্গামায় কংগ্রেস অনেকটাই কোণঠাসা। কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশভাগে রাজি না হয়ে অন্য কোন পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না। গান্ধিজির অনশনের হাঙ্গারও মুসলমানদের দেশভাগের দাবি পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। এই সংশয়ে টলমল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরপর কয়েকটি সভার পরে বিমর্ধ সীমান্ত গান্ধি বিষন্ন মহাত্মা গান্ধিকে বলেছিলেন---We pakhtuns stood by you and had undergone great scarifiers for attaining freedom, But you have now desertd us and thrown us to the walves, The decision about artition and referendum in the fronties province ws taken by the High command congress without consulting us.... Sardar panel and Fajgopalachari coere infavur of partition and holding referendum in our province.sardar sardar I was worrying ver nothing. Maulana Azad was sitting near me. Naticing my dejection the said to me. You shoud now join the Muslim League সীমান্ত গান্ধি দুঃখ করে আরো বলেছিলেন- It pained my to find how little these companions of ours had undersood what wer had stood for and fought for all these years এই বেদনাবোধের মধ্যে অন্তনিহিতা যে সীমান্ত গান্ধির ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে না আসায় এবং পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার কারণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার জাতভাইয়েরা অর্থাৎ পাখতুনরা স্বাধীনতাপ্রেমী হলেও তারা স্বাধীনতা পাবে না। পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধবজাধারীদের অধীনেই তাদের থাকতে হবে।

ভারতের পুনো মানচিত্রই বিবেচনায় রাখলে সীমান্ত গান্ধি হয়তো অনেকটা শান্তি পেতেন। দেশভাগ হলে পাঞ্জাব ভাগ হবে, ভাগ হবে বাংলা। শ্রীহট্র জেলায় হবে বিজন, প্রদেশের মতো বেফারেন্ডামত্ত এই বিষয়গুলো একসঙ্গে সীমান্ত গান্ধির চিন্তার রাজ্যে বিস্তার করেছিল কিনা জানি না। গুরুতর অবনতিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা যেমন বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালচারী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক জাতি এক প্রাণ একতা’র তত্ব যে টলটলমায়মান অবস্থায় এসে, জিন্না সাহেবের দৌলতে পৌঁছেছে তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে মৌলানা আবুল কালামের অসংলগ্ন এবং অসহায়তাকেই প্রকট করে। অসহায় মৌলানা সীমান্ত গান্ধিকে যা বলেছেন তার সদর্থ হচ্ছে ও ভারত ভাগে আমার অসুবিধা হবে না কেননা আমার বাসস্থান ভারতে। কিন্তু আপনি “সীমান্ত গান্ধি” বাস করেন পাকিস্তানে তাই আপনার বাসস্থানের জন্যে আপনাকে মুসলিম লিগের সদস্য হতে হবে। কারণ পাকিস্তান পন্থীরা মৌলবাদী তারা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। কিন্তু সীমান্ত গান্ধি পাখতুনদের নেতা তাদের কংগ্রেসের পতাকার নিচে তাদের এক্যবদ্ধ করেছেন। দেশভাগের সিদ্ধান্ত সীমান্ত গান্ধির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। তাই প্রাক্সাধীনতার দিনগুলোতে, প্রাক্ দেশভাগের দিনগুলোতে বাদশা খানের মনোবেদনার সীমা ছিল না। পাখতুন উপজাতির পাঠানদের তিনি কিভাবে সামলাতেন সে কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাই মহাত্মা গান্ধির কাছে তার বন্তব্য তার মনোবেদনা তার হতাশায় ধর গফফর খান ভারতের জাতির লিন খিক লি কিনার যে ভারতের পিতৃতুল্য সেকথা সকলেই স্বীকার করবেন। আর ভারতের জনগণের এই স্বীকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৮৭ সালের ভারতের স্বীকৃতিতে। ভারত ১৯৮৭ সালে স্বীকার করে খান আব্দুল গফফর খান “ভারত রত্বত্ত ভারতের সর্বকালের শ্রদ্ধেয় জননেতা। এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু তারপরে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে যা ঘটেছে তাতে ভারতের জাতির পিতৃতুল্য খান আব্দুল গফফর খানের মর্ধাদায় আঘাতই করা হয়েছে। ঘটনা ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের। বায প্রদেশের উদস্ত হিন্দু এবং শিখেরা অর্থ সংগ্রহ করে হরিয়ানার ফরিদাবাদে তৈরি করেছিলেন “বাদশা খান হাসপাতাল”। এই হাসপাতালের শিলান্যাস করেছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। এই হাসপাতালের নতুন নামকরণ হয়েছে গত ডিসেম্বর মাসে। নতুন নাম “অটলবিহারী বাজপেয়ী হাসপাতাল”। এই নতুন নামকরণ সমগ্র ভারতবাসীর উর এক নিদারুন কলঙ্ক আরোপ করেছে। দীর্ঘ ১ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে, দীর্ঘদিন স্বাধীনতা ভোগ করার পরে কেউ যদি ভেবে থাকেন যে বাদশা খান মুসলমান ছিলেন বলে “তার স্থান ভারতে হবে না” তার স্মৃতিচিহ মুছে ফেলতে হবে তবে সে অকৃতজ্ঞ ভারতীয়কে ধিক্ শত বার ধিক্। ভারত ভাগ হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু একথায ঠিক যে বাদশা খান ভাগ হবেন না। জাতির পিতা যদি মহাত্মা গান্ধি হয়ে থাকেন তবে জাতির পিতৃব্য হচ্ছেন বাদশা খান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# করোনা ভাইরাস ও প্রকৃতির সহজ পাঠ

শোভনলাল চক্রবর্তী

আজ যখন আমরা একে অপরকে বলছি আসুন আমরা একযোগে যুদ্ধ করি করোনার বিরুদ্ধে, তখন কি ভেবে দেখেছি যে আমি আপনি যেমন প্রকৃতির অংশ, এই মারণ ভাইরাসটিও তাই। আজ যখন দেখেছি প্রকৃতিও ঠিক এইভাবেই এতদিন ধরে তার বাঁচার রসদ খুঁজে ফিরেছে। একটু চোখ ফেরানো যাক গত দু’দশক ধরে আমরা কতরকম ভাবে প্রকৃতিকে আক্রমণ করেছি তার হিসেবে। আমরা গাছ কেটেছি নির্বিচারে, আমাজনের জঙ্গলে আগুন লাগিয়েছি ত্ত নিজেদের হাত দিয়ে। সবই, আমাদের সভ্যতা, শিল্প, প্রযুক্তির স্বার্থে ও গর্বে। নগরের প্রসারণ করতে গিয়ে প্রকৃতির টুটি চেপে ধরতে পিছপা হইনি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বার বার সতর্ককরে বলেছেন পৃথিবীর জর ক্রমশই বাড়ছে। সুউষায়নের ফলে এক প্রবল ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে জীবশৃঙ্খলে। গলে যাচ্ছে মের প্রদেশের বরফ প্রতিদিন ভেঙে পড়ছে বড় বড় বরফে টাই যার এক একটার মাপ আমাদের একটি রাজ্যের থেকেও বড়। তার নীচ থেকে উঠে আসছে মারণ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস। লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কত পাখি, পশু ও পতঙ্গ প্রতিদিন। পশু, পাখি, পতঙ্গের সঙ্গে যে জুড়ে আছে আমাদের অস্তিত্ব তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। যেহেতু পরিবেশকে আমরা কোনও সত্তা বলে মনে করিনি তাই তার আর্ত চিৎকার আমাদের কানে পৌঁছয়নি। উল্টে এসব কমবেশি জেনেও আমরা গাছ কেটেছি, জঙ্গল সাফ করেছি, পশুহত্যা করেছি নির্বিচারে। আমাদের বর্বরতা প্রসারিত করেছি নানা ছুতোয় মানুষ হত্যা করে। ধর্মের নামে একে অপরকে খুন করেছি, সারা বিশ্বে ঘনিয়ে তুলেছি ফ্যাসিস্ট অত্যাচারী পরিবেশ মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্যই করিনি। নির্বিচারে পরমাণু বোমা ফাটিয়েছি। পরমাণু বোমার পর সৃষ্টি করেছি আরও শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা। বায়ুদূষণ করেছি হালকা ও ভারী শিল্পের নামে। শহরে লক্ষ লক্ষ গাড়ি ছড়িয়ে চলেছে বিষ বাতাস। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এর ফলে ফুটো হয়ে গিয়েছে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে। অতি বেগুনি রশ্মির ঢাল এই ওজোন স্তর। সেখানে ফুটো হয়ে বাওয়াতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ছে ক্ষতিকারক রশ্মি। আমরা কিছুতেই গা করিনি। কারণ আমাদের মানুষ হিসেবে অহংকার। আমাদের অকারণ সব প্রয়োজন। এমনকি হাতির দাঁত, কাঠ। পৃথিবীর বুক থেকে তুলে



এনেছি কয়লা, তেল। আর সেসবের অধিকার নিয়ে চালিয়েছি পারস্পরিক যুদ্ধ। আমাদের দরকার ধর্ম নিয়ে হানাহানি, অর্থনৈতিক বৈষম্য। আমাদের বড়লোকরা মানবসভ্যতা দেশ, কাটাতার, যুদ্ধ, ধর্ম নিয়ে হানাহানি করে যেতে চায়। চায় ওষুধ নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হোক। সেগুলি ব্যবহার করার জন্য সে উদগ্রীব। তার জন্য যোযুমগল ক্ষতিত্রস্ত হবে, প্রকৃতিতে অনেক প্রাণীর প্রাণ যাবে, তা নিয়ে সে ভাবিত নয়। যে ভাইরাসটি খালি চোখে দেখা যায় না। ঠিক যেমন আমরা শুনতে পাই না কুড়ির নীচে ও কুড়ি হাজারেরওপরের কম্পাঙ্ক। কিন্তু দেখতে পাইনা শুনতে পাই না এগুলো নিয়ে আমরা ভাবিত নই। আবিষ্কারের গর্বে অহংকারে আমাদের মাটিতে পা পড়ে না। এই অহঙ্কারকে চূর্ণ করে দিয়েছে এই ভাইরাস। প্রকৃতি তার সহজ পাঠের প্রথম খণ্ডটি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলছে পড়ো। প্রকৃতি যেন নিজের প্রাণ বাচাতে তুলে নিয়েছে প্রতিরক্ষার ঢাল। তবু কি মানুষের শিক্ষা হবে? প্রকৃতির নিয়মেই হয়তো একদিন করোনার প্রতিষেধক হবে। মানুষ আইনস্টাইন কিছুই সৃষ্টি করিনি। আমি ভাগ্যবান যে আমি খুঁজে পেয়েছি মানুষের চোখের সামনেই প্রকৃতির আঁচলের তলায় লুকনো থাকে আবিষ্কৃত সত্য। মানুষ দীর্ঘাদন সেগুলো খুঁজে পায় না। তারপর সত্য। মানুষ তাই আবিষ্কার করে না, সে খুঁজে পায়। বাড়িয়ে কালো বেড়াল খুঁজে পাওয়ার মতো। অনিশ্চিত। সে ধরা দিলে আমরা তাকে খুঁজে পাব। কিন্তু আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হাত বাড়িয়ে খুঁজে যেতে হবে। একটি সামান্য ভাইরাস আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেল, আমরা এ বিশ্বের, এ পৃথিবীর কতটুকু আর জানি। নিজেদের জ্ঞানের যে, আমরা ভাবতেই পারিনি এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে এসেও মানবজাতিকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারে একটি ভাইরাস। অনেকে বলছেন এই ভাইরাস মানুষেরই সৃষ্টি। এই ভাবনার পিছনেও ব্যাকুলতা কাজ করছে। প্রকৃতির সামনে মাথা নত করতে আমাদের ঘোর অনীহা। অনেকে বলছেন, যেমন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ভাইরাসটি নাকি চিনের জৈব প্রযুক্তি ছারা নির্মিত একটি বায়ো-টে। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে চিন তাদের ল্যাবরেটরিতে এই মারাত্মক ভাইরাসটি তৈরি করল। এবার ভাবুন তার এন্টিডোট না তৈরি করে নিজের দেশের লোকের ওপর প্রয়োগ করে বসল, এটা অস্বাভাবিক নয় কি? সেক্ষেত্রে আমাদের শুনতে হবে ডাক্তার ও ভাইরোলজিস্টদের কথা। তাদের মত অনুযায়ী মার্স ও সার্স-এর পর চিন শুরু করে নানা রকমের মারণ ভাইরাস নিয়ে কাজকর্ম। বর্তমান ভাইরাসটি কোনও কারণে কনটামিনেটেড হয়ে যায় এবং দুর্ঘটনাবশত বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এটি প্রথমে ছিল এনিম্যাল ভাইরাস, কিন্তু পরে জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে হয়ে পড়ে ম্যান ভাইরাস। এরপর থেকে মানুষের মধ্যে বংশবিস্তার ও মিউটেশনের ক্ষমতা নিয়ে ক্রমে চিন হয়ে ইতালি সহ ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত সহ অনেক দেশ ও উপমহাদেশে তার ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# রামকৃষ্ণনগরে এসে দু'মাসও কাজ করতে পারেননি বিডিও আমজাদ হুসেন, ফের বদলি চিরাঙে

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : রামকৃষ্ণনগরে এসে দু'মাসও কাজ করতে পারলেন না ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) আমজাদ হুসেন। কাগজে-কলমে রামকৃষ্ণনগর ব্লকে কার্যকালের মেয়াদ মাত্র ১ মাস ১৮ দিন। বিডিও হিসেবে অক্টোবরের ১ তারিখ রামকৃষ্ণনগর খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আর পাততাড়ি গুটিয়ে ফের তার পূর্ববর্তী দফতর চিরাং জেলায় যাওয়ার নির্দেশ পেলেন ১৭ নভেম্বর। এত কম সময়ের জন্য আর কোনও অফিসার রামকৃষ্ণনগরে এসেছেন কি না, এ কথা প্রশাসনিক দফতরের সঙ্গে যুক্ত কেউই মনে করতে পারছেন না। কারও কারও মতে, রামকৃষ্ণনগর তো বটেই, সারা জেলায়ও সম্ভবত এ ধরনের কোনও অতীত নজির নেই। বস্তুত, বিডিও আমজাদ হুসেনের কর্মদক্ষতার বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়ার আগেই যেভাবে তাঁকে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে বদলি করা হয়েছে, সেটাকে একটা বিশেষ ঘটনা বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক শ্রেণির মানুষজন। খোলাখুলি মত ব্যক্ত করতে রাজি না হলেও হাবেভাবে অনেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিষয়টা কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়। কেউ কেউ এমন ইঙ্গিতও করেছেন, হয়তো অতি-সক্রিয়তাই 'সদ্যনিযুক্ত' (সদ্য অপসৃতও বলা চলে) বিডিওকে রামকৃষ্ণনগরের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক একটি সূত্রের খবর, বিডিও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রামকৃষ্ণনগর খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের অধীনে বহু কাজের ব্যাপারে একগাদা অভিযোগ জমা পড়েছিল তাঁর কাছে। ওই সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিডিও আমজাদ হুসেন পদক্ষেপ নিতেও শুরু করেছিলেন। আর সেটারই খেসারত হিসেবে তাঁকে অনেকটা ট্যুরিস্টের মতোই স্থানত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, মনে করছেন অনেকে। প্রসঙ্গত, রামকৃষ্ণনগর খণ্ড উন্নয়নের অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ এমজিএনআরজিএ-র একটি কাজের ব্যাপারে গত ১৫ নভেম্বর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিডিও আমজাদ। এর দুদিন পর খবরটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়। খবরটি প্রকাশিত হওয়ার দিনেই জারি হয় তাঁর বদলির নির্দেশ। ফলে, বিভিন্ন কাজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিডিও-র কড়া মনোভাবই তাঁর বদলি হওয়ার নেপথ্য কারণ কি না, তা নিয়েও প্রশাসনিক স্তরে বেশ চর্চা চলছে। জানা গেছে, অক্টোবরে রামকৃষ্ণনগরে এসে যোগ দেওয়ার আগে বিডিও আমজাদ হুসেন চিরাং জেলায় কর্মরত ছিলেন। বদলির পর তাঁকে আবার চিরাঙেরই বড়বাজার ডেভেলপমেন্ট ব্লকে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কাজে যোগ দেওয়ার দু-মাস পেরোনোরই আগেই একজন অফিসারকে বদলি করে দেওয়ার বিষয়টি কতটুকু স্বাভাবিক?'মোটেই স্বাভাবিক নয়। রাঘব-বোয়ালদের স্বার্থে আঘাত পড়েছে বলেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বোঝার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না।' মন্তব্য করেছেন রামকৃষ্ণনগর ব্লক এলাকার অধীনস্ত বরুয়ালা পঞ্চায়েতের জনৈক বাসিন্দা। তাঁর কথায়, বিভিন্ন কাজের অভিযোগের ওপর তদন্তের নির্দেশ দিয়েই 'বড় বড় মাথাওয়ালা'দের বিরাগভাজন হয়েছেন আমজাদ।

গোবিন্দগঞ্জ জিপি-র বাসিন্দাদের একটা বড় অংশও ঠিক একই ধরনের অভিমত পোষণ করছেন। এই পঞ্চায়েতের বসন্তপুর গ্রামের একাংশ বাসিন্দা কিছু দিন আগেই একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করেছিলেন বিডিও অফিসে। আমজাদ হুসেনের কাছে যে অভিযোগটি করেছিলেন, সেটিই তাঁরা কয়েক মাস আগেও করেছিলেন। তখন রামকৃষ্ণনগরে বিডিও হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সঞ্জু দাস। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৎকালীন বিডিও কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি। কিন্তু আমজাদ হুসেনের কাছে অভিযোগ জমা পড়তেই তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও তদন্তের রিপোর্টটি তাঁর হাতে পৌঁছার আগেই তাঁকে অন্য রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'বোঝাই যাচ্ছে, নতুন বিডিও অনেকেরই কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিলেন, আর তা না-হলে মাত্র দেড়মাসের মধ্যেই কি কোনও অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়?' প্রশ্ন বসন্তপুরেরই জনৈক স্থায়ী নাগরিকের।

# বারইগ্রাম জফরগড় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের এসএমডিসির সভাপতি পদ নিয়ে চলছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন

বারইগ্রাম (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বারইগ্রাম জফরগড় একস্টেন্ডেড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের এসএমডিসির সভাপতি পদে কে বসবেন। এ নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়ন ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাজনীতি করতে জেলা বিজেপি মোটেই রাজি নয়। বিশেষ করে স্কুলসমূহের এসএমডিসি গঠন নিয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাজনীতিতে জড়াতে জেলা বিজেপি রাজি না হলেও, শাসক দলের শনবিল-বারইগ্রাম মণ্ডলের নেতারা নিজের কাছের লোককে স্কুলের এসএমডিসির সভাপতির চেয়ারে বসাতে জোর কসরত চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহত্তর বারইগ্রাম এলাকার শিক্ষানুরাগী মহল জফরগড় একস্টেন্ডেড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে সভাপতির চেয়ারে বসাতে চাইছেন। কিন্তু এতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন শাসক দলের শনবিল-বারইগ্রাম মণ্ডলের নেতারা।

প্রতিষ্ঠানের শৈক্ষিক পরিবেশের উন্নতিকল্পে স্থানীয় সচেতন মহল একজন শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তিকে স্কুলের এহএমডিসির সভাপতির চেয়ারে বসাতে চাইলেও, একটি স্বার্থান্বেষী চক্র নিজেদের পকেটের লোককে এই পদে বসাতে উঠেপড়ে লেগেছে। গত মাসের ৮ তারিখ এসএমডিসি গঠন নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্কুলে। ওই সভাতে সভাপতি পদে দুজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রথম জন হলেন নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড় অনির্বাণ দত্ত, আর দ্বিতীয় জন জনৈক ব্যবসায়ী বিক্রম দত্ত। উভয়েই বারইগ্রামের বাসিন্দা এবং একই বংশের ব্যক্তি।

প্রথম ব্যক্তি নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড় অনির্বাণ দত্তের অনেকগুলো গবেষণামূলক গ্রন্থ ইতিমধ্যে পাঠককুলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এলাকার শিক্ষানুরাগী জনগণ চাইছেন এলাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শৈক্ষিক পরিবেশ উন্নতির জন্য অনির্বাণ দত্তের মতো একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই পদে বসাতে। পরবর্তীতে দুটো নামই সভার রিজলিউশনে স্থান পায়। এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু একটি মহল নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ী বিক্রম দত্তকে সভাপতির চেয়ারে বসাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিজেপির বারইগ্রাম-শনবিল মণ্ডলের এক ঝাঁক স্থানীয় নেতা বিক্রম দত্তকে সভাপতির চেয়ারে বসাতে মরিয়া।

বিশেষ এক সূত্রে জানা গেছে, জফরগড় এক্সটেন্ডেড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের বিতর্কিত জনৈক শিক্ষক পেছন থেকে যাবতীয় কলকাঠি নাড়ছেন। তাঁর উদ্যোগেই স্থানীয় একাংশ মানুষ জেলা বিজেপি নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রম দত্তকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর তদবীর করছেন। তবে জেলা বিজেপির নেতৃবৃন্দ অবশ্য এ সব নোংরা রাজনীতিতে জড়াতে মোটেই রাজি নন বলে বিশ্বস্ত সূত্রটি জানিয়েছে।

জেলার অভিভাবক মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সম্পূর্ণ বিষয়টি কূটনৈতিক ভাবে এড়িয়ে গিয়ে, জেলা নেতৃত্বের কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, স্কুলের এসএমডিসি নিয়ে কোনও বিতর্কে না গিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই যেন সভাপতির আসনে বসানো হয়। শাসক দলের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল-তো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল মন্দির। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে নোংরা রাজনীতিকে কোনও মতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। যোগ্য ব্যক্তিকেই এসএমডিসির সভাপতি পদে বসানো উচিত।

এ নিয়ে কোনও ধরনের লবিবাজি না করতে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাজনীতি করার পক্ষে নন তিনি। একটা স্কুল চলবে শিক্ষাগত পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে। বিজেপি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনও দিন রাজনীতি করেনি, আর কখনও করবে না। রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানান। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যেন সভাপতির চেয়ারে বসানো হয়।

এত সবের পরও মণ্ডল বিজেপির কিছু নেতা নিজের পকেটের ব্যক্তিকে সভাপতির চেয়ারে বসাতে কোনও ধরনের কসরত বাকি রাখছেন না। বারইগ্রাম-শনবিল মণ্ডলের নেতাদের মতে, ব্যবসায়ী বিক্রম দত্ত সভাপতি হলে হিন্দুত্ববাদের বিস্তার ঘটবে। বৃহত্তর বারইগ্রাম এলাকার শিক্ষানুরাগী একটি সচেতন মহলের মতে, রাজনীতির পাশাপাশি স্কুলের এসএমডিসি নিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরি করতে চাইছে একটি স্বার্থান্বেষী চক্র।

# পশুখাদ্য মামলায় সিবিআই আদালতে হাজিরা লালুর, ফের শুনানি ৩০ নভেম্বর

পাটনা, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় মঙ্গলবার পাটনার বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। মঙ্গলবার সকালে নিজ বাসভবন থেকে বেরিয়ে সোজা বিশেষ সিবিআই আদালতে যান লালু। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে আগামী ৩০ নভেম্বর, ওই দিন ফের লালুকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

ভাগলপুর এবং বাঙ্কা ট্রেজারি থেকে ৪৬ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে তোলার সঙ্গে সম্পর্কিত এই মামলাটি। লালুর আইনজীবী প্রভাত কুমার জানিয়েছেন, আগামী তারিখেও লালুকে আদালতে হাজির হতে হবে।

# দিল্লি ডাকলে যান না, সময় খারাপ তাই প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ মমতা : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি স)। ""এখন দিদি দিল্লি গিয়েছেন। সময় খারাপ হলে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়।" মঙ্গলবার কলকাতায় এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

ত্রিপুরায় তৃণমূলের উপর ধারবাহিক হামলার ঘটনা, সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলীপ ঘোষ তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন, "যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী ডাকেন তখন উনি যান না। যখন অর্থমন্ত্রী ডাকে তখন যান না। যখন ডিএম কিংবা চিফ সেক্রেটারিকে ডাকেন তখনও যান না। এখন সংসার চলছে না। স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড নিয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। না ভর্তি হতে পারছে। না টাকা পাচ্ছে। না চিকিৎসা হচ্ছে। ডিএ নেই, বেতন নেই প্রত্যেকটি সরকারি অফিসের সামনে ধর্না চলছে। আইন অমান্য হচ্ছে পুলিস ডান্ডা দিয়ে জনগণকে সরিয়ে দিচ্ছে।পুরো পশ্চিমবাংলা বিরোধিতার রাস্তা নিয়েছে। এসব থেকে বাঁচার জন্যই এখন মোদীজীর হাত পা ধরতে গিয়েছেন।"" প্রসঙ্গত, সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছিল। তারপরেই গতকাল তাঁর জামিন হয়। এতে কি ত্রিপুরা সরকারের মুখ পুড়ল? জবাবে দিলীপ ঘোষ জানান, জানিনা কার মুখ পুড়ছে কিংবা কি হচ্ছে ! কোর্ট তার কাজ করেছে। পুলিশের কাজ পুলিশ করেছে। হাজার হাজার মামলা আমরা লড়ছি।

# হায়দরাবাদ থেকে ভোপাল, জ্বালানি তেল ও বৃষ্টির জন্য অগ্নিমূল্য সবজির

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ থেকে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল-জ্বালানি তেল ও বৃষ্টির জন্য অগ্নিমূল্য সবজির। সবজির দাম বেড়েছে মহারাষ্ট্রের নাগপুরেও। নাগপুরে টমেটোর এতটাই বেশি দাম যে দাম শুনেই চলে যেতে হচ্ছে ক্রেতাদের। অগ্নিমূল্য অন্যান্য সবজির।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সবজির দাম বেড়েছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে। রাজেশ গুপ্তা নামে একজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, অন্যত্র থেকে সবজি আনতে হয় তাঁদের। তাই সবজির দাম বেড়েছে। মঙ্গলবার টমেটো বিক্রি হয়েছে ৮০ টাকা প্রতি কিলো দরে, পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি ৩০ টাকা। একই পরিস্থিতি হায়দরাবাদেও, সেখানে বৃষ্টিকে দায়ী করা হয়েছে সবজির দাম বৃদ্ধির জন্য। ভারতীয় টমেটো এদিন হায়দরাবাদের বাজারে বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকা কেজি দরে।

# মমতার সঙ্গে দেখা করলেন জাভেদ আখতার তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন কীর্তি আজাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): চার দিনের সফরে এখন দিল্লিতে আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন রাজনীতিবিদ-কলামিস্ট সুধেন্দ্র কুলকার্নি এবং গীতিকার জাভেদ আখতার। তৃণমূল সাংসদ ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন গিয়ে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সুধেন্দ্র কুলকার্নি এবং গীতিকার জাভেদ আখতার। জল্পনাই সত্যি হল, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদ। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হলেন কীর্তি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কীর্তি। তাঁকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে, কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন কীর্তি আজাদ। শোনা যাচ্ছে এমনই জল্পনা। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোটের ঠিক আগে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এবার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন তিনি। ঘটনাচক্রে তৃণমূল নেত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন রাজধানীতেই। চার দিনের সফরে দিল্লিতে রয়েছেন তিনি। থাকছেন অভিষেকের বাসভবনে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করে বৃহস্পতিবার রাজ্যে ফেরার কথা তাঁর। মঙ্গলবারই মমতার সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করেছেন কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতার এবং সাংবাদিক সুধীন্দ্র কুলকার্নি।

# দু'বছর ডেপুটি স্পিকার ছাড়াই চলছে লোকসভা মোদী-শাহের ঘুম ভাঙাতে টুইট ডেরেকের

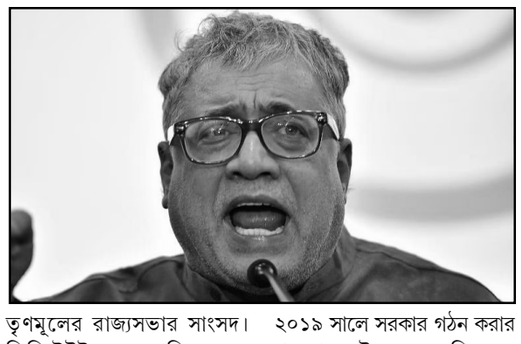

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : ২০১৯ সালের মে মাসে গঠন হয়েছে সপ্তদশ লোকসভা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ডেপুটি স্পিকারের দেখা নেই। স্পিকার ওম বিড়লাই চালাচ্ছেন লোকসভা। এটা আদপে বিজেপির ব্যর্থতা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

বিষয়টি নিয়ে ফের টুইটে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। এর আগেই লোকসভায় ডেপুটি স্পিকার না নিয়োগ করা নিয়ে মোদি-শাহের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। মঙ্গলবার ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, 'মিস্টার মোদী এবং মিস্টার শাহ সংসদ নিয়ে চিন্তা করেন। বর্তমান লোকসভায় এখনও ডেপুটি স্পিকার নেই। পদটিতে নির্বাচিত করার গড় সময় ২ মাস। আপনি ২০১৯ সালে সরকার গঠন করার পর থেকে দুই বছর হয়ে গিয়েছে। অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২৯ নভেম্বর। এখনও সংসদে নেই ডেপুটি স্পিকার।' বক্তব্যের সমর্থনে এই পদে আসীন পূর্বসূরী নির্বাচিত কয়েকজনের নাম ও মেয়াদের তালিকা পেশ করেছেন ডেরেক। টুইটে ডেরেক বিগত লোকসভার ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের সর্বোচ্চ সময় দিয়ে এই তথ্য তুলে ধরেছেন। ডেরেক এও জানিয়েছেন, মোট ৮৯১ দিন হয়ে গেলেও লোকসভা নেই ডেপুটি স্পিকারের আসন। এই ঘটনায় কোনও বিবৃতি এখনও পর্যন্ত দেয় নি লোকসভার স্পিকারের সচিবালয় কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস আমলে সরকার গড়ার কিছুদিনের মাথাতেই দ্রুত ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম বিজেপির দ্বিতীয়বারের সরকার গঠন ও সপ্তদশ লোকসভা।

# মানকাচরের বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের পৃথক অভিযানে গাঁজা ও গরু উদ্ধার, গ্রেফতার এক

মানকাচর (অসম), ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার পৃথক দুই স্থানে আজ মঙ্গলবার ভোররাতে বিপুল পরিমাণের নিষিদ্ধ গাঁজা ও একটি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এর সঙ্গে এক চোরাকারবারিকে আটক করে বিএসএফ বমাল তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

মানকাচরের সদরটিলায় অবস্থিত ৬ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা আজ ভোররাত প্রায় ৩.০০টা নাগাদ তিন কেজি ওজনের গাঁজা বজেয়াপ্ত করেছেন। সীমান্তে টহলদারী জওয়ানদের নজরে আসে পাচারকারী কাঁটাতারের ওপর দিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে কোনও সামগ্রী ছুঁড়ে ফেলছে। তখন বিএসএফ ছুটে গেলে অবশিষ্ট গাঁজাগুলি ফেলে পাচাকারীটি পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। বিএসএএ গাঁজাগুলি মানকাচর থানায় সমঝে দিয়েছে। অন্যদিকে আজ ভোররাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ কুকুরমারা-গুদলিগাঁও বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায়ও অনুরূপভাবে কাঁটা তারের ওপর দিয়ে ঢেকি ব্যবস্থায় কোনও এক চক্র বাংলাদেশে গরু পাচার করছিল। ঘটনাটি দেখে বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ানরা ছুটে গিয়ে একটি গরু উদ্ধারের পাশাপাশি এক পাচারকারীকে পাকড়াও করেন। ধৃত গরু পাচারকারীকে মানকাচর থানা এলাকার বোয়ালিয়া গ্রামের মহবর রহমানের ছেলে আবদুল মতলেব ওরফে সোফিয়ান (২১) বলে শানাক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গরু সহ পাচারকারী সোফিয়ানকে মানকাচর থানা কর্তপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। মানকাচর থানার ওসি দিপালী বর্মন জানান, আগামীকাল সকালে গরু পাচারকারী সোফিয়ানকে হাটশিঙিমারিতে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে।

# আচমকা কর্মচ্যুত ২,০০০ বৃত্তিমূলক শিক্ষক এবং ল্যাব সহকারী, টুইটে প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : আচমকা কর্মচ্যুত হলেন ২,০০০ বৃত্তিমূলক শিক্ষক এবং ল্যাব সহকারী। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে টুইটে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

দিলীপবাবু লিখেছেন, "রাজ্য সরকার ২,০০০ বৃত্তিমূলক শিক্ষক এবং ল্যাব সহকারীকে বরখাস্ত করেছে। রাজ্য সরকারি চাকরিগুলি ইতিমধ্যেই কেলেঙ্কারীতে জর্জরিত, এবং এখানে আপনার লোকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে অন্ধকারের গলিতে পাঠিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী চান?" প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি কাজে যোগ দিতে এসে মাথায় হাত উত্তরবঙ্গের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে ভোকেশনাল (মেইন স্ট্রিম) শিক্ষকদের। এসে জানতে পারেন, তাঁদের চাকরি নেই। ফলে নিরাশ হয়েই থেকে বেরিয়ে আসেন ওই শিল্প ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা। বাড়তি কর্মী দেখিয়ে তাঁদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এভাবে চাকরি চাকরি যেতে পারে তা কল্পনাতেও ভাবতে পারছেন না তাঁরা। বর্তমানে অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটছে তাঁদের। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ (ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক) শিক্ষক পরিবারের রাজ্য সম্পাদক শুভদীপ ভৌমিক বলেছেন, "আমরা কেউ আট বছর, কেউ তিন বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ১৩টি ভোকেশনাল সাবজেক্টে শিক্ষক ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কাজ করছিলাম।"

# এবার বিজেপি ছাড়ছেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : বিজেপি সঙ্গ ত্যাগ করলেন বনি সেনগুপ্তও। এই মুহূর্তে অভিনেতা বোলপুরে। রাজা চন্দের নতুন ছবি 'আম্রপালি'র শ্যুটে ব্যস্ত। বদলে তাঁর পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দল ছাড়ার কথা মৌখিক ভাবে বিরোধী শিবিরকে জানিয়েছেন বনি।

খাতায় কলমে জানাবেন দু-একদিনের মধ্যেই।

২৪ জানুয়ারি তৃণমূলে যোগ দেন বনির বিশেষ বান্ধবী অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। বনি-র মা পিয়া সেনগুপ্তও একই দিনে ঘাসফুলে যোগ দেন তিনি। এর পর বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং তৃণমূল ছেড়ে আসা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপস্থিতিতে গত ১০ মার্চ পদ্মশিবিরে যোগ দেন বনি। তাঁর সঙ্গে বিজেপি-তে যোগ দেন অভিনেত্রী রাজশ্রী রাজবংশীও। সেখানে বনি বলেন, "মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। গুরুজনের নির্দেশ মেনে চলব।"

২ মে বিধানসভার ভোট-বিপর্যয়ের পর বিজেপি ত্যাগের ধুম পড়ে যায়। কিছুকাল আগে দলের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। সেই রেশ মিটতে না মিটতে বনির দলত্যাগ। মোহ ভঙ্গ? নাকি শাসকদলে যোগ দেবেন বলেই এই বিচ্ছেদ? বিজেপি-র সঙ্গ আর নয়, আপাতত বনি মন দেবেন অভিনয়ে। এমনই বক্তব্য পিয়ার। পিয়ার কথার সুর শোনা গিয়েছে অভিনেতার পরিচালক বাবা অনুপ সেনগুপ্তের কথাতেও। তাঁর মতে, হাতে অনেক কাজ। সে সব ফেলে বনি আর রাজনীতিতে থাকতে চাইছেন না। তাই পুরোপুরি গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে। পিয়ার কথায়, "এই উত্তর সবচেয়ে ভাল দিতে পারবে বনি।

ও যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নেব।" তবে পিয়া-অনুপ দু'জনেই জানিয়েছেন, বনির এই সিদ্ধান্তে তাঁরা খুবই খুশি। খুশি তাঁদের হবু বউমা কৌশানিও। তিনি ঢাকায় শ্যুটে ব্যস্ত। সেখান থেকেই সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর।

# দল ছাড়াতে দ্রুত পঞ্জাব এবং হরিয়ানা যেতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : "হরিয়ানা-পঞ্জাব এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আপনারা যত দ্রত বলবেন, তত দ্রুতই হরিয়ানা-পঞ্জাবে আমি যাব।"উত্তর ভারতে তাঁর দলের শক্তি বাড়ানোই যে লক্ষ্য, মঙ্গলবার রাজধানীতে দাঁড়িয়ে এভাবেই তা স্পষ্ট করে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কীর্তি আজাদ এবং অশোক তানওয়ার তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই মমতা জানালেন, তিনি দ্রুত পঞ্জাব এবং হরিয়ানা যেতে চান।

বাইরে দাঁড়ানো জনতার উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, "আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন বলে। একই সঙ্গে আপনাদের ধন্যবাদ জানাব দেশের মঙ্গলের জন্য বিজেপি-কে হারানোর মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। সব রাজ্যকে নিয়েই আমি এগোতে চাই।" ত্রিপুরার হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিতে সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের সাংসদরা। সেই পরিস্থিতিতেই সোমবার বিকালে দিল্লি যান মমতা। চার দিনের সফরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মমতার। তাঁর উপস্থিতি মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন রাজনৈতিক জগতের পরিচিত মুখ। কবি-সুরকার জাভেদ বিজেপি বিরোধী মুখ হিসাবে দেশে পরিচিত. জাভেদ-সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেদের সঙ্গে মমতার বৈঠকও হয়েছে। এদিন এআইটিসি-র টুইটে এই যোগদান ও সাক্ষাতের একগুচ্ছ ছবিও পেশ করা হয়েছে।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## হাঁটু ভালো রাখার উপায়

বয়স বাড়লেও যাতে হাঁটু থাকে সবল, সেজন্য থাকতে হবে সাবধান।

আঘাত পাওয়ার কারণে কিংবা কালেভদ্রে অস্বস্তি, হাঁটু ব্যথা যখন থাকবে তখন প্রতিটি কাজেই তা বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

'আমেরিকান ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান'য়ে ২০১৮ সালে প্রকাশিত জরিপে বলা হয়, ''যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হাঁটু ব্যথায় ভুগছেন। আর বিগত ২০ বছরে আক্রান্ত রোগীর বেড়েছে ৬৫ শতাংশ।''

আশার কথা হলো কেউ হাঁটু ব্যথা ভুগছে মানেই যে তা সারাজীবন ভোগাবে বা অস্ত্রোপচার করতেই হবে এমনটা কিন্তু নয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কিছু বিষয় খেয়াল রাখলেই হাঁটু ব্যথা থেকে বাঁচা সম্ভব, নিয়ন্ত্রণে রাখাও যায়।

কীভাবে বসেন আপনি?

হাঁটু ভালো রাখার সবচাইতে সহজ উপায়টা মানতে কোনো ব্যায়ামও করতে হয় না, শুধু বসার ধরনটা হতে হবে হাঁটুর জন্য সহনীয়।

ক্যানসাস'য়ে অবস্থিত 'প্রেফার্ড ফিজিকাল থেরাপি ইন ক্যানসাস সিটি'র ফিজিকাল থেরাপিস্ট সিডনি হ্যাগি-কক 'ইটদিস ডটকম' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে বসা কিংবা যে কোনো সোফা বা চেয়ারে বসার সময় এক পা ভাঁজ করে নিতম্বের নিচে রাখা হাঁটুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এভাবে লম্বা সময় বসলে হাঁটুতে বেকায়দায় চাপ পড়ে যা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ীভাবে হাঁটুর জোড়ের ক্ষতি করে।''

ব্যায়ামের আগে ওয়ার্ম আপ

ব্যায়ামের আগে শরীর গরম করে না নিলে কিংবা ব্যায়াম শেষে শরীর শিথিল না করলে হাঁটুর ওপর অযথা বাড়তি চাপ পড়ে। হ্যাগ-কক বলেন, ''পুরোদমে ব্যায়াম শুরু করার আগে অবশ্যই 'ওয়ার্ম-আপ' করে নিতে হবে। 'অ্যাঙ্কল পাম্প', 'লং আর্ক কোয়াড', 'সিটেড মার্চেস', 'হিপ অ্যাডাকশন' ইত্যাদি হতে পারে আদর্শ 'ওয়ার্ম-আপ'। অপরদিকে ব্যায়ামের পর শরীর শীতল করাও জরুরি। এজন্য 'হ্যামস্ট্রিং', 'কোড্রিসেপস', 'অ্যাডাকটর', 'আইটি ব্যান্ড স্ট্রেচেস' ইত্যাদি ব্যায়াম করে শীতল করতে পারেন।''

উঠবস করার ক্ষেত্রে সাবধান

উঠবস পেশি গঠনের জন্য ভালো ব্যায়াম। তবে ভুলভাবে উঠবস করলে তা হাঁটুর জন্য হতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর। হ্যাগ-কক পরামর্শ দেন, ''উঠবস সঠিকভাবে করার টোটকা হল এমনভাবে বসতে হবে যাতে আপনি নিচে তাকালে পায়ের আঙ্গুলগুলো সবসময় দেখতে পান। হাঁটু বেশি সামনে যেতে দেওয়া যাবে না, আবার ডানে কিংবা বামেও চলে যেতে দেওয়া যাবে না। মনে করতে হবে আপনি একটা চেয়ারে বসছেন, আর নিচে যদি চেয়ার না থাকে হবে আপনি নিচে পড়ে যাবেন।'' সঠিক মাপের জুতা ব্যায়াম ঠিকভাবে করলেও পায়ের জুতা যদি সঠিক মাপের ও আরামদায়ক না হয় তবে হাঁটুর সমস্যা দেখা দিতে পারে। হাঁটা, দৌড়ানো, ব্যায়ামের জন্য যেনতেন জুতা ব্যবহার করাটা একটা মস্ত বড় ভুল।

হ্যাগ-ককের ভাষায়, ''ব্যায়ামের জন্য বিশেষভাবে তৈরি জুতা কেনা উচিত। আর কেনার আগে ব্যায়ামের জন্য প্রযোজ্য জুতা যারা বোঝেন তাদের দিয়ে পায়ের মাপ, ধরন বুঝে নেওয়া উচিত।''

প্রতিদিন হাঁটা

অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি যেমন দ্রুত হাড় ক্ষয় করে, তেমনি অলস জীবনযাত্রাও হাঁটুর জন্য ক্ষতিকর।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ স্পোর্টস মেডিসিন (এনএএসএম)' প্রত্যয়িত প্রশিক্ষক ড্যানিয়েল গ্রে বলেন, ''ওজন বহনের মাধ্যমে ব্যায়াম হিসেবে হাঁটাহাঁটি বেশ কার্যকর ও নিরাপদ। শরীরের নিম্নাংশ সুস্থ রাখার পাশাপাশি 'কার্ডিও' ব্যায়াম করার ক্ষমতা বাড়ায় এই ব্যায়াম। দিনে বিভিন্ন সময়ে মিলিয়ে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করার চেষ্টা করুন।''

সাঁতার

হাঁটু সুস্থ সবল রাখার জন্য সাঁতার এক জাদুকরি ব্যায়াম।

গ্রে বলেন, ''সাঁতারের মাধ্যমে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই পা সুস্থ ও সবল রাখা যায়। পানি যে বাধা প্রয়োগ করে তা পায়ের 'কোয়াড' আর 'হ্যামস্ট্রিং' এই দুই পেশিকে শক্তিশালী করার জন্য যথেষ্ট। পাশাপাশি সাঁতার শরীর আর মন দুটোই ফুরফুরে করে।''

## আর্দ্রতা রক্ষাকারী ফেইস মিস্ট

ফেইস মিস্ট ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা হয়। পাশাপাশি উজ্জ্বল ভাব ধরে রাখতে সহায়তা করে।

ভারতের 'লাভিশে বাথ এসেনশল'য়ের প্রতিষ্ঠাতা কিটু পাহুজা, সারাদিন ত্বককে সতেজ রাখতে ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন। 'ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফেইস মিস্ট সম্পর্কে তার দেওয়া পরামর্শগুলো তুলে ধরা হল।

পাহুজা কয়েকটি আর্দ্রতা রক্ষাকারী ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন যা ত্বকের যত্নে ব্যবহারে ভালো ফলাফল দেয়।

গোলাপের ফেইস মিস্ট

গোলাপ ত্বকের জন্য উপকারী। গোলাপের ফেইস মিস্টে রয়েছে গোলাপের তেল যা ত্বককে শীতল করে।

পাহুজা বলেন, 'তৈলাক্ত ও চিটচিটে ত্বকের জন্য গোলাপের ফেইস মিস্ট খুব ভালো কাজ করে। ত্বককে ময়লা, তেল এবং ঘাম থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং ভেতর ও বাইরে থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।''

অ্যালো নিম ফেইস মিস্ট

ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ, সংবেদনশীল এবং ব্রণ প্রবণ হলে অ্যালো নিম ফেইস মিস্ট আশীর্বাদ স্বরূপ। অ্যালো ভেরা এবং নিম ত্বককে মসৃণ করে এবং ত্বকের প্রদাহ ও সংবেদনশীলতা কমায়।

এগুলোর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যৌগ সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক আর্দ্র রাখতে, ব্রণ ও মলিনভাব কমাতে এই মিস্ট উপকারী।

হলুদের ফেইস মিস্ট

হলুদ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এতে থাকা কারকিউমিন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে হওয়া ক্ষয় ও ত্বকের রোদপোড়া ভাব কমাতে এবং বর্ণ উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেইস মিস্ট তৈরি করা যায়। এটা তৈলাক্ত ও সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী।

নারিকেলের ফেইস মিস্ট

ত্বককে আরাম দিতে, মলিনভাব কমাতে নারিকেলের মিস্ট উপকারী। এটা যে কোনো মৌসুমেই ব্যবহার করা যায়। ত্বককে শীতল রাখার পাশাপাশি, পিএইচ'য়ের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং উজ্জ্বল ভাব আনে। এর সঙ্গে যে কোনো এসেনশল তেল মেশালে শীতকালে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

কমলা লেবুর ফেইস মিস্ট

সিট্রাস বা টকজাতীয় ফলে আছে ভিটামিন সি এবং ই, যা ত্বক সতেজ রাখতে সহায়তা করে। কয়েক ফোঁটা কমলা এবং লেবুর রসের সঙ্গে এসেনশল তেল এবং অ্যালো ভেরা জেল বা গোলাপ জলের তৈরি ফেইস মিস্ট ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষার পাশাপাশি উজ্জ্বল ভাব আনে।

লেবু ত্বককে শুদ্ধ করে এবং চোখের চারপাশের দাগছোপ কমায়। কমলা ত্বকে সতেজভাব আনে ও পরিষ্কার রাখে।

এছাড়াও এটা ত্বকের তেল নিঃসরণ কমায়, ত্বকের তৃষ্ণা কমায় এবং দাগছোপ কমায়। তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও সুস্থ রাখতে এমন ফেইস মিস্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেন, পাহুজা।

ফেইশল মিস্ট সব ধরনের ত্বকের জন্যই উপকারী। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বা সকালে ঘুম থেকে উঠে অথবা মেইক আপ করার আগে এমনকি দিনের যে কোনো সময়েই ফেইস মিস্ট মুখে স্প্রে করে আরাম অনুভব করা যায়।

## নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ, শেখাচ্ছেন রান্না

অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় জীবনে প্রথম যখন রান্না করেন, তার বয়স তখন ১৫ বছর।

নামটা চেনা লাগছে? যদি সত্যিই তাকে চিনে ফেলে থাকেন, তাহলে আপনি এটাও জানেন যে কৈশোরের ওই রান্নার অভিজ্ঞতা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিখ্যাত কোনো পাচকে পরিণত করেনি।

তার বদলে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন অর্থনীতিবিদ হিসেবে, ২০১৯ সালে জিতেছেন নোবেল।

অভিজিতের নিজের ভাষায়, ১৫ বছর বয়সের ওই রান্না ছিল গত চার দশকে তার হাজারো রান্নার প্রথম অভিজ্ঞতা।

রসুঁইঘরে তার এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল হয়েছে বিস্ময়কর। বাঙালি এই অর্থনীতিবিদ লিখে ফেলেছেন একখানা রান্নার বই!

বইটির প্রকাশক চিকি সরকার বলেন, ''এটা নিয়ে একটা কৌতুক আছে। সেটা হল, অভিজিৎ যত ভালো অর্থনীতিবিদ, পাচক হিসেবে তার চেয়েও বেশি ভালো।''

'কুকিং টু সেইভ ইউর লাইফ' নামের বইটি বাজারে এসেছে এ সপ্তাহেই। বিবিসি লিখেছে, রাম্পবেরি সেভিশে কীভাবে ঘুঁটতে হয় কিংবা প্রশান্তি এনে দেওয়া এক বাটি ডাল কীভাবে রাঁধতে হয়, শুধু সে কথাই সুখপাঠ্য এ বই বলবে না, কখন কোন খাবারটা দরকার সে কথাও পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন এর লেখক।

''যদি সুক্ষ্ম রসনা রুচির পরিচয় দিয়ে অন্যকে আকৃষ্ট করতে চান, তাহলে বানান ওই রাম্পবেরি সেভিশে। যখন যদি শীতের দিনে জড়িয়ে থাকা চাদরের ওম চান, তখন দরকার ওই ডাল।''

অভিজিৎ প্রথমে তার প্রিয় কিছু খাবারের রেসিপি নিয়ে একটি সঙ্কলন করার কথা ভেবেছিলেন, যেটা তিনি বড়দিনে তার শ্যালককে উপহার হিসেবে দেবেন। কিন্তু সেই গ্রন্থনার কাজটি যখন শুরু করলেন, তার মনে হল, পাচক হিসেবে সহজাত গুণ আর গভীর বোধের চেয়েও বেশি কিছু হয়ত তার ভেতরে আছে।

''রান্না হল একটা সামাজিক কাজ। নানাভাবেই কথাটা সত্যি। কখনও আপনার রান্না করা খাবার হতে পারে আপনার পরিবারের জন্য উপহার। ভালোমন্দ রান্না করে খাইয়ে কাউকে আপনি পটাতেও পারেন। আবার কখনও কখন রান্না হল নিজেকে প্রকাশ করার উপায়।''

রান্নায় মশগুল অভিজিৎ

বন্দ্যোপাধ্যায় রান্নায় মশগুল অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম আরও অনেক মুহূর্তের জন্য জরুরি খাবারটি কীভাবে রাঁধতে হবে, সেই কৌশল এ বইয়ে শিখিয়ে দিচ্ছেন ফরাসি অর্থনীতিবিদ এস্তার ডুফলোর বাঙালি স্বামী অভিজিৎ।

তিনি বলছেন, স্প্যানিশ ঘরানায় মটর ডালের স্যুপ তৈরির যে রেসিপি তিনি দিয়েছেন, সেটা শেষ পর্যন্ত কাউকে বিয়ের প্রস্তাবের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। বাঙালি রন্ধনশৈলীতে খুব সহজে বানানো 'অতি উপাদেয়' মাছের ঝোল আপনার কেতাদুরস্ত বন্ধুটিকেও দিশেহারা করে দিতে পারে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের 'আলাপের কেন্দ্র' হয়ে উঠতে পারে বিশেষ কৌশলে রান্না করা মরোক্কান সালাদ। রাতে জম্পেশ সুরাপানের পর মসলাদার বিরিয়ানি হয়ে উঠতে পারে উপশম।

নানা পদের খাবারের গতানুগতিক চকচকে ছবির বদলে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ রান্নার বই জ্যামিতিক নানা অলঙ্করণে ভরপুর, যা এঁকেছেন অভিজিতের পরিবারের রান্না ও গৃহস্থালীর কাজের সহায়ক শায়ান ওলিভার।

ওলিভার বলেন, ''খাবারটি দেখতে কেমন হয়, তার বদলে স্বাদের বিষয়ে মানুষকে মনোযোগী করে তুলতে চেয়েছি আমরা।''

রান্নাকে কেবল অন্যকে খাওয়ানোর আনন্দ উদযাপনের উপলক্ষ হিসেবে দেখেন না অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা কারণেই যে রান্নার ইচ্ছা জাগতে পারে, কখনও ইর্ষায়, কখনও অহঙ্কারে, কখনও আবার চাপে পড়েও যে মানুষকে হেঁসেলে যেতে হয়, সেসব প্রেক্ষাপটও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার বইয়ে। দ্বিতীয় নারী, দ্বিতীয় বাঙালি, পঞ্চম দম্পতি একটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করেছেন- অভিজ্ঞ রাঁধুনী হয়ত এ বই থেকে তার রান্নায় খুব বেশি উপকার পাবেন না। তবে এ বই তাকে এমন কিছু দিতে পারে, যা ওই রেসিপিতে নেই। পেশাগত জীবনের বড় অংশই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতির চশমা দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন, গরিব মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে। দারিদ্র্যে যখন হাত-পা বাঁধা, জীবনের সিদ্ধান্তগুলো সে কীভাবে নেয়। সেই কাজই তাকে এবং তার সঙ্গীকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে।

একটি বিষয় অভিজিৎ বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন, যেটা অনেকের সাধারণ ধারণার সঙ্গে মিলবে না। সেটা হল: উপাদেয় খাবার খাওয়ার যে আনন্দ, সেটা পুষ্টির চেয়েও বেশি কিছু। ধনী কিংবা গরিব- সবার জন্যই সেটা সত্য।

আর ঠিক সেই ধারণার প্রয়োগই তিনি ঘটিয়েছেন তার রান্নার বইয়ে। পুরনো অনেক রেসিপিও তিনি অত্যন্ত কৌশলে এবং সচেতনভাবে নির্বাচন করেছেন, খুব বেশি উপকরণ ব্যবহার না করেই যা রান্না করা যায়।

অভিজিৎ বলছেন, হাতে যদি বেশি উপকরণ কিংবা অনেক বেশি সময় নাও থাকে, তারপরও কীভাবে 'যথাযথ' খাবারটি তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে সহায়তা করিই ছিল তার মূল ভাবনা।

ধরা যাক,বেশি বেশি সবজি দিয়ে একটা পদ রান্না করতে হবে, যেখানে মাংস থাকবে নামমাত্র। সেটা কীভাবে উপাদেয়ভাবে তৈরি করা যায়? কিংবা যাদের প্রথম পছন্দ রেড মিট (গরু, ভেড়া বা খাসির মাংস), সবজির মতো মুরগি রান্না করে কীভাবে তাদের তুষ্ট করা সম্ভব? কিংবা ধরুন ঘরে চিনি নেই, তারপরও কী করে ১৫ মিনিটে এক পাত্র ডেজার্ট নিয়ে হাজির হওয়া যায়? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে অভিজিতের বই।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বই কোনো নির্দিষ্ট এলাকার রন্ধন প্রণালী নিয়ে রচিত হয়নি। নেপাল থেকে শুরু করে সিসিলির রেসিপিও সেখানে ঠাঁই পেয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবেই নিজের দেশ ভারতের রান্না, বিশেষ করে বাঙালি রন্ধনশৈলীর অনেক কিছুই সেখানে এসেছে। নারকেল দুধের চিংড়ি থেকে শুরু করে বাঙালি কায়দার খিচুড়ির (চাল, ডাল এবং সবজি মিশিয়ে রান্না করা খিচুড়ি, যেটা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজেরও খুব পছন্দের) মতো বাঙালির অনেক খাবারের রেসিপিই পাঠকের সামনে এনেছেন তিনি।

ফরাসি ভাষা থেকে নেওয়া 'হর ডাভরা' নামে একটি অধ্যায়ে এসছে ভারতীয় স্ট্রিট ফুডের কথা। অভিজিৎ সেখানে দিয়েছেন মাসালা বাদাম আর আলুর দমের রেসিপি। আম মাখানির রেসিপিতে তিনি ব্যবহার করেছেন ভারতের জনপ্রিয় বেগুনফুলি আম।

ডালের তিনটি আলাদা রেসিপি দিয়েছেন অভিজিৎ। এই রান্নাকে তিনি ''মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের সবচেয়ে বড় অবদান'' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ডালের আরও ২০ ধরনের রান্নার কথা মনে করতে পারেন এই বাঙালি গবেষক, তবে তার ভাষায়, বইয়ের ওই তিন পদই যথেষ্ট।

## বীর্যের উল্টামুখী প্রবাহ

রেট্রোগ্রেড অর্থাৎ বিপরীতমুখী বীর্যস্থান বলতে বুঝায় পুর্নতৃপ্তিতে বীর্য স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবনালী দিয়ে বাহিরে না এসে মূত্রথলির দিকে চলে যাওয়া। উল্টোমুখী বীর্যপ্রবাহের সাথে যৌন উত্তেজনা তথা লিঙ্গোত্থান অথবা মিলনে চরমানন্দ পাবার সাথে কোন সম্পর্ক নেই. এটি শরীরে জন্য বিপদজনক নয় — তবে সন্তান জন্মদেবার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন কি কারণে হতে পারে? মূত্রথলি মুখের পেশির গঠনবিকৃতি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অধিক হস্তমৈথুন টিএমএস কিংবা অন্য কোন কারণে মূত্রথলি মুখ খোলা বন্ধ করা নিয়ন্ত্রক স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যকারিতা হারালে বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপরীতমুখা বীর্যস্থলরেন অন্যান্য কারণ সমূহ — মূত্রথলি মুখে অস্ত্রোপচার। মুষ্ক অন্ডকোষে অস্ত্রপ্রচার। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অন্ডকোষ বড় হয়ে যাওয়া কিংবা অন্ডকোষের কার্যপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ডায়াবেটিসে কারণে স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া. স্পাইনাল কড তথা মেরুদন্ডে ইনজুরি। ইত্যাদি বিপরীতমুখী বীর্যস্থল এর লক্ষণ সমূহ— উল্টামুখী বীর্যস্থলনের অতি পরিচিত লক্ষণগুলো হল — বীর্যহীন চরমানন্দ খুব অল্প পরিমাণে বীর্য নির্গত হওয়া— পুরুষ বান্ধত্ব্য। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের চিকিৎসা পদ্ধতি— উল্টোধাবিত বীর্যস্থলনের চিকিৎসা এ রোগের কারণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। এ সমস্যার কারণে যদি কোন ওষুধের পাশ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ঔষধ সেবন বন্ধ করতে হবে. বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন শারীরিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চরক্তচাপের প্রভাবে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের সমস্যা— উল্টাধাবিত বীর্যস্থলনের বহুল প্রচলিত সমস্যা তথা প্রধান সমস্যা হল সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। পুরুষ বান্ধত্ব্যের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে উল্টাধাবিত বীর্যস্থলন।

## কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ওটস

'স্টিল কাট' ওটস খারাপ কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে পারে।

কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দিলে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে।

আর চিকিৎসকরা সাধারণত এই ক্ষেত্রে বীজ ও বাদাম ধরনের খাবার, ফল সবজি এবং অপরিশোধীত শষ্য-জাতীয় খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অপরিশোধীত শষ্য বা হোল গ্রেইনের মধ্যে ওটস অন্যতম। গবেষণা বলে এটা খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএল'য়ের মাত্রা কমাতে সক্ষম।

'ফাইনালি ফুল, ফাইনালি স্লিম' বইয়ের লেখক যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ ডা. লিসা ইয়ং বলেন, ''গোটা ওটসে থাকে দ্রবণীয় আঁশ যা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। স্টিল-কাট ওটসে থাকা দ্রবণীয় আঁশ একই ভাবে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।''

আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে ২০১৫ সালের করা এক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে, ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, এলডিএল কোলেস্টেরল সংখ্যা কমানোর জন্য গোটা শস্য সুপরিচিত।

গোটা শস্য কীভাবে কাজ করে এবং হজমে সহায়তা করে সে সম্পর্কে হার্ভার্ড হেল নির্দেশিকা দেয়। জানা যায়, গোটা শস্য খাওয়া কলেস্টেরলের মাত্রা গড়ে ৬.৫ পয়েন্ট কমাতে সক্ষম।

## যকৃতের জন্য ক্ষতিকর পানীয়

অ্যালকোহল ছাড়াও নানান রকমের মিষ্টি-পানীয় যকৃতের ক্ষতি করে।

লিভার বা যকৃতের ক্ষতির কারণ হিসেবে প্রথমেই মাথায় আসে অ্যালকোহলের কথা। তবে গবেষকরা বলছেন, অ্যালকোহল ছাড়াও বিভিন্ন মিষ্টি-পানীয় যকৃতের ক্ষতি করতে পারে।

'দা ফ্রেমিংহাম হার্ট স্টাডি'

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন অঞ্চলে ফ্রেমিংহাম হার্ট স্টাডি শুরু হয়। এটা একটা চলমান সমীক্ষা যা জনস্বাস্থ্যের পছন্দ (ধূমপান ও খাদ্য), জীবনযাত্রা এবং দীর্ঘায়ুর ওপর করা হচ্ছে।

'বোস্টন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন'য়ের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য গবেষকরা ফ্রেমিংহাম হার্ট স্টাডির বর্তমান পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে 'ক্লিনিকাল গ্যাস্ট্রোন্টেরোলজি এবং হেপাটোলজি' সাময়িকীতে একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেন।

এই গবেষণাপত্র প্রকাশের জন্য গবেষকরা 'এফএইচএস থার্ড জেনারেশন অ্যান্ড অফস্প্রিং কোহর্ট'স'য়ে. ব. অংশগ্রহণকারীদের ওপর সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষা চালান। এই নমুনা পরীক্ষা ২০০২ সাল থেকে করা হচ্ছে।

গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, এখানে মূল অধ্যয়নের ১,৬৩৬ জন পূর্বপুরুষদের দিকে নজর দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স ছিল ৬৩ যেখানে তৃতীয় প্রজন্মের গড় বয়স ছিল ৪৮ বছর। এবং এই সেটের ৫২ শতাংশ ছিল মহিলা।

## তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রাক্তন জেডি (ইউ) নেতা পবন বর্মা, স্বাগত জানালেন মমতা

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন জনতা দল ইউনাইটেডের প্রাক্তন নেতা পবন বর্মা। মঙ্গলবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন পবন বর্মা।



এরপর মমতার উপস্থিতিতেই তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর পবন বর্মা জানিয়েছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাবনা দেখে, আমি আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি। চার দিনের সফরে এখন দিল্লিতে আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন রাজনীতিবিদ-কলামিস্ট সুধীন্দ্র কুলকার্নি এবং গীতিকার জাভেদ আখতার। তৃণমূল সাংসদ ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন গিয়ে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সুধীন্দ্র কুলকার্নি এবং গীতিকার জাভেদ আখতার।

## দিল্লির বাতাস দূষিতই, নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কমছে না ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির বাতাস এখনও ধোঁয়াশার কবলে। কারণ সেই বায়ুদূষণ! 'সিস্টেম অব এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ' জানাচ্ছে, মঙ্গলবার সকাল ৭.৪৩ মিনিটে দিল্লির বাতাসে সার্বিক দূষণ-সূচক ছিল ৩১৫, যা "খুব খারাপ"। বায়ুদূষণের মাত্রা কমছেই না দিল্লিতে, ফলে চিন্তায় পরিবেশবিদেরা। রাজধানী ক্ষেত্রের নয়ডাতেও বাতাসে দূষণ-সূচক এদিন ছিল খুব খারাপ।

এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তা হলে তা ভাল। ৫১ থেকে ১০০ হলে, তা সন্তোষজনক, ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত সহনীয়। ২০১ থেকে ৩০০ খারাপ, ৩০১ থেকে ৪০০ খুব খারাপ এবং ৪০১ থেকে ৫০০ হল গুরুতর। দিল্লিতে দূষণ রুখতে নানা ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। স্কুল ও সরকারি অফিস বন্ধ। অত্যাবশ্যক নয়, এমন ট্রাক ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি যা ছিল, তাই রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## আমেরিকায় ৮-লক্ষের দিকে এগোচ্ছে মৃত্যু, কোভিড-সংক্রমণও বাড়ছে

ওয়াশিংটন, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): করোনায় মৃত্যু অনেক আগেই ৭ লক্ষ ছাড়িয়েছে আমেরিকায়। এবার মার্কিন মুলুকে ৮-লক্ষের দিকে এগোচ্ছে মৃত্যু, সংক্রমণও বাড়ছে। দৈনিক সংক্রমণ মাঝেমধ্যেই বাড়ছে, আবার অনেকটাই কমে যাচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪,১৫৬ জন। পাশাপাশি এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫১৬ জনের।

ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৪৮,৭৪৮,৫৫৭-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। নতুন করে ৫১৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬৪ জনের। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৮,৬৩৩,৮৯০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯,৩১৯,৮০৩ জন।

## কলকাতায় ফের চড়ল পারদ, কুয়াশার ঢাকল ভোরের তিলোত্তমা

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): নভেম্বরের শুরুতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, বর্তমানে শহর জুড়ে উধাও ঠান্ডা। তাপমাত্রা কমার পরিবর্তে শহরজুড়ে ফের চড়ল পারদ। মঙ্গলবার কুয়াশায় ঢাকল ভোরের তিলোত্তমা। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও এদিন কুয়াশা ছিল। বর্তমান সময়ে যতটা ঠান্ডা হওয়ার কথা, বিন্দুমাত্রও নেই সেই ঠান্ডা।

আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কুয়াশায় তিলোত্তমার আকাশ ঢেকে যাওয়ার জেরে এক লাফে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। শহরে একলাফে তাপমাত্রা বেড়েছে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যার জেরে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়াবিদদের কথায়, আবহমণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাস্প ঢোকার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। যদিও আগামীকাল থেকেই নামবে পারদ। যার জেরে সপ্তাহান্তে রাজ্য জুড়ে আমেজ থাকবে শীতের।

## যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ ! খড়গপুরে ক্রমেই বাড়ছে ক্ষোভ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): কোভিড এখনও নির্মূল হয়নি, সেই আতঙ্কের মাঝেই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু। কিন্তু অপরদিকে মাঝেমধ্যেই শহর থেকে জেলায় বিভিন্ন রাস্তা অপরিষ্কারের অভিযোগ উঠছে। এবার খড়গপুর পুরসভার একাধিক এলাকায় আবর্জনার স্তূপ জমে থাকার অভিযোগ উঠল। অনেকদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হল মঙ্গলবার। অভিযোগ উঠেছে, গত কয়েকদিন ধরেই খড়গপুর পুরসভার একাধিক এলাকায় জমিয়ে রাখা হয় আবর্জনার স্তূপ। কোথাও পড়ে থাকে নোংরা, আবার কোথাও বাসি আনাজ পাতির খোসা। যার থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকার কারণে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। মঙ্গলবার চরম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় তৈরি হয়েছে এই সমস্যা। অবিলম্বে জঞ্জাল সাফাইয়ের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

## মেহবুবা ফের গৃহবন্দী, পিডিপি-র দাবি বন্ধ রাখা হয়েছে গুপকার বাসভবনের গেট

শ্রীনগর, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি সভানেত্রী মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে, মঙ্গলবার এমনই দাবি করল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)। পিডিপি-র দাবি, গুপকার বাসভবনের প্রধান গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বিতর্কিত হায়দারপোরা এনকাউন্টারে মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে এদিন দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল মেহবুবার। কিন্তু, পিডিপি-র দাবি, সভানেত্রীকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। গুপকার বাসভবনের প্রধান গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তবে, এ বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু জানা যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার

## বিলোনিয়ায় ডিএম এবং এসপির দ্বারস্থ সিপিআইএম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ নভেম্বর।।** মঙ্গলবার সিপি আইএম নেতৃবৃন্দরা বিলোনিয়া পৌর পরিষদ নির্বাচন অবাদ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ পরিবেশে করার দাবি নিয়ে জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন বিলোনিয়া সিপিআইএম এর এক প্রতিনিধি দল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় সিপিএম বিভাগীয় কার্যালয়ে জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার ,বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক সুধন দাসের উপস্থিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় , সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম নেতৃত্বেরা বলেন, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন দাখিল, প্রার্থীদের প্রচারে বিভিন্ন সময় বাধা প্রদান এর পরও বিরোধীরা তাদের প্রচার অভিযান চালিয়ে গেছেন ,কিন্তু আগামী ২৫ নভেম্বর শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি নিয়ে জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার এর দ্বারস্থ হয়ে তারা দাবি রাখেন পুলিশের টহলদারি বাড়ানো এবং প্রতিটি বুথে ভোটারদের নিরাপত্তা, প্রতিটি গলির মুখে পুলিশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা, পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এককথায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন। জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার নেতৃত্বদের আশ্বস্ত করেন বলে জানান সিপি আই এম নেতৃবৃন্দ।

## ভোট আসছে তাই খবরে আসার চেষ্টা চলছে, তৃণমূলকে খোঁচা দিলীপের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): ত্রিপুরায় তৃণমূলের কার্যকলাপ নিয়ে ফের খোঁচা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, "পুরভোটের আগে নেতৃত্বের চোখে পড়ার চেষ্টা করছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।" তিনি আরও বলেছেন, 'ভোট আসছে। কেউ টিকিটের চেষ্টা করছেন তো কেউ পদের। খবরের শিরোনামে আসার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি চলছে নেতাদের চোখে পড়ার চেষ্টা। এখন এ রকম কিছু দিন চলবে।" সায়নী ঘোষের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের সময় দিলীপ আরও বলেছেন, """চুনোপুঁটি নেতাদের ঢিল মারলে কষ্ট পাচ্ছেন কেন?"""" দিলীপের এই কথার প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেছেন, "দিলীপবাবুরা ভোটের আগে লাইমলাইটে থাকার জন্য গোলমাল করতেন। উনি নিজেও সে কথা বলছিলেন। সে সব করেও লাভ কিছু হয়নি। তাই আবার এ সব বলছেন। যদি একটু প্রচারের আলোয় আসা যায়।" হিন্দুস্থান সমাচার। পায়েল।

## বুলগেরিয়ায় সংঘর্ষের জেরে আগুন বাসে, মৃত্যু কমপক্ষে ৪৫ জনের

সোফিয়া, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিম বুলগেরিয়ায় সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে গেল যাত্রীবোঝাই বাসে। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৪৫ জনের। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার নম্বর পেল্ট ছিল। হাইওয়ের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে। অগ্নিদগ্ধঅবস্থায় ৭ জনকে উদ্ধার করে রাজধানী সোফিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের ফায়ার সেফটি দফতরের প্রধান নিকোলাই নিকোলাভ জানিয়েছেন, হাইওয়েতে সংঘর্ষের জেরে বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। মঙ্গলবার ভোররাত দু"টো নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতরা অধিকাংশই উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার বাসিন্দা।

## ওয়াইসিকে সভা করার অনুমতি দিল না মুম্বই পুলিশ, কারণ-সেই করোনা

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ২৭ নভেম্বর, শনিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সে (বিকেসি) জনসভা করার অনুমতি চেয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। কিন্তু, ওয়াইসিকে ওই জনসভা করার অনুমতি দিল না মুম্বই পুলিশ। কারণ-সেই কোভিড-১৯। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, কোভিডের জন্য এমএমআরডিএ ময়দানে জনসমাবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং রাজ্যের কয়েকটি জেলায় সাম্প্রতিক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ২৭ নভেম্বর বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সে (বিকেসি) জনসভা করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন ওয়াইসি। কিন্তু, সেই জনসভায় অনুমতি না দিয়ে মঙ্গলবার মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, ২৭ নভেম্বর বিকেসি-তে জনসভা করার অনুমতি দেওয়ায় হয়নি ওয়াইসিকে। করোনা পরিস্থিতিতে এমএমআরডিএ ময়দানে জনসমাবেশে নিষেধাজ্ঞা ও রাজ্যের কয়েকটি জেলায় সাম্প্রতিক হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

## অপেক্ষা শেষ, বৃহস্পতিতেই নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): আগামী বৃহস্পতিবার, ২৫ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেওয়ারে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিমানবন্দরটি হতে চলেছে ভারতের প্রথম নেট শূন্য নির্গমন বিমানবন্দর। ১০,০৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে প্রথম পর্যায়ের অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। ১৩০০ হেক্টরেরও বেশি জমিতে বিস্তৃত এই বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ে বছরে প্রায় ১.২ কোটি যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ২৫ নভেম্বর দুপুর একটা নাগাদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেওয়ারে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিমানবন্দরের কাজ সম্পন্ন হলে, উত্তর প্রদেশ ভারতের একমাত্র রাজ্য হবে, যেখানে পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকবে।

## বৃষ্টিতে তামিলনাড়ুতে ভেঙে পড়ল চারটি বাড়ি, প্রাণে বাঁচলেন ১৩ জন

সালেম, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জেরে তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় ভেঙে পড়ল চারটি বাড়ি। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সালেম জেলার করুনগালাপট্টিতে। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ১৩ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে সালেমের একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে ৪ জন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভগ্নাবশেষ সরিয়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে দমকল ও উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় প্রসাশন সূত্রের খবর, প্রবল বর্ষণের জেরে মঙ্গলবার সকালে সালেম জেলার করুনগালাপট্টিতে ভেঙে পড়ে চারটি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান ১৭ জন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৪ জনের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপাতত উদ্ধারকাজ চলছে।

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গাড়ি, ধানবাদে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু

ধানবাদ, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলায় সেতু থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলা ও একটি শিশু-সহ ৫ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গোবিন্দপুর থানার অন্তর্গত ২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। গাড়ির আরোহীরা রামগড়ের ঘাটোটন্ড থেকে আসানসোল অভিমুখে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল গাড়িটি, ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। গাড়িটি সেতু থেকে ১০০ ফুট নীচে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ওই স্থানে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দেহগুলি উদ্ধার করে শহিদ নির্মল মাহাতো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতদের মধ্যে ৩ জনের নাম জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন-ওয়াসিম, আক্রম ও শাকিল। ধানবাদের এসএসপি সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের বাড়ি রামগড়ের মান্ডুতে।

## মহিলাদের মাসোহারার বদলে কাজ এবং স্বনির্ভরতার সুযোগ দেওয়ার আর্জি তসলিমার

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : মহিলাদের মাসোহারার বদলে কাজ এবং স্বনির্ভরতার সুযোগ দেওয়ার আর্জি জানালেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।



রাজনৈতিক কারণে অনুৎপাদক ভাতা দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এই জনমোহিনী নীতিতে সুবিধাপ্রাপ্ত আমজনতা খুশি। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা এই নীতির সমালোচনা করছেন। মঙ্গলবার তসলিমা টুইটারে লিখেছেন, "আপ রাজ্যে সরকার গঠন করলে অরবিন্দ কেজরিওয়াল পাঞ্জাবের প্রতিটি মহিলাকে প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীদের কাজ করতে এবং স্বাধীন হতে উৎসাহিত করা তাদের অর্থ দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

# নিইশি ছাত্র ইউনিয়ন আহূত ১২ ঘন্টার বনধে ব্যাপক হিংসা অরুণাচলের রাজধানী ইটানগরে

ইটানগর, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : অল নিইশি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আনসু) আহূত ১২ ঘন্টার বনধ-এ ব্যাপক হিংসা ছড়িয়েছে অরুণাচলের রাজধানী ইটানগরে। বনধ আজ সকাল পাঁচটা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত চলেছে। বেলা প্রায় ১১ট নাগাদ বনধ-এর আহ্বায়করা আচমকা উত্তেজিত হয়ে রাজ্য সচিবালয়ের সামনে সরকারি গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে কয়েকটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে। তবে গোটা এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কমিশনার আইএএস নীহারিকা রাইকে বদলি এবং আনসু সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করার দাবিতে রাজ্যের প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন অল নিইশি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আজ মঙ্গলবার ১২ ঘন্টার ক্যাপিটাল রিজিওন বনধ আহ্বান করে। বনধ-এর সময় স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসা, ফার্মাসি, জেলাশাসক, কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য, গণমাধ্যমের কর্মী, দুধের গাড়ি এবং ফায়ার সার্ভিসকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য সব সরকারি-বেসরকারি কার্যালয়, যানবাহন চলাচল, দোকানপাট, বাজার-হাট ইত্যাদি বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন। সকাল পাঁচটা থেকে বনধ শান্তিপূর্ণই ছিল। কিন্তু ১১টা নাগাদ রাজ্যের মুখ্যসচিব নরেশ কুমার সচিবালয়ে প্রবেশ করলে আচমকা পরিস্থিতি বিগড়ে যায়। গোটা ক্যাপিটাল রিজিওন-এ সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা জারি করেন জেলাশাসক তালো পতম আইএএস।

মুখ্যসচিব তাঁর দফতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বনধ-এর আহ্বায়ক তথা পিকেটাররা সচিবালয়ের সামনে তাণ্ডব শুরু করেন। শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। এ থেকে বাদ যায়নি সরকারি গাড়ি। ভাঙচুর করে দুটি সরকারি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি পুলিশের গাড়িও রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় টায়ারে আগুন ধরিয়ে দাবির সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় বনধ সমর্থকদের তাণ্ডব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রসঙ্গত, রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে গত কয়েকমাস ধরে রাজ্য সরকারকে চাপ দিচ্ছিল আনসু। কিন্তু আশানুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না দেখে শিক্ষা দফতরের খোলনলচে পাল্টানোর দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে নিইশি ছাত্র ইউনিয়ন।

মূলত, রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কমিশনার আইএএস নীহারিকা রাইকে বদলি করা এবং আনসু সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করা সহ ১৪ দফার দাবির ভিত্তিতে আজ বনধ ডেকেছিল ছাত্র সংগঠনটি। প্রথম দাবি সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়নের অভিযোগ, নীহারিকা রাই ছাত্রদের ন্যায়বিচার প্রদানে অদক্ষ এবং অরুণাচল প্রদেশে কোনও কার্যালয়ে বসার অধিকার তাঁর নেই। পার্বত্য রাজ্যে শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ১৪ দফা দাবির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে তিনি একটি উদাসীনতা ও অবহেলা মনোভাব পোষণ করছেন। বিগত কয়েক মাস ধরে এ সব দাবিতে চাপ দিলেও শিক্ষা দফতর থেকে কোনও সহযোগিতা পাননি বলে জানান ছাত্র সংগঠনের পদাধিকারীরা। দ্বিতীয় দাবি সম্পর্কে ইউনিয়ন জানিয়েছে, তাঁদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্যরা গত সেপ্টেম্বরে উল্লিখিত ১৪ দফা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর সাথে দেখা করেছিলেন। তবে রাজ্য সচিবালয়ে ঢোকার সময় কর্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন সদস্যরা। পরে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বিষয়টির সমাধান হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন পর, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছ থেকে ফোন কল পান তাঁরা। ইউনিয়ন জানিয়েছে, তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসন আনসু নেতৃত্বকে বৈঠকে বসার জন্য ডেকেছিল। কিন্তু তাঁরা তা অস্বীকার করে বলেছেন, গত তিন মাস ধরে অপেক্ষা করেছেন। এখন শেষ মুহূর্তে সভা ডাকার কোনও মানে হয় না।

এদিকে রাজধানী ইটানগরের জেলাশাসক আইএএস তালো পতম ছাত্রনেতা ও আন্দোলনকারী যুবাদের শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। জেলাশাসক জানান, বড় কোনও সহিংসতা বা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি, শান্তিপূর্ণভাবেই বনধ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। অরুণাচলের গৃহমন্ত্রী বামাং ফেলিক্স এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, আনসু-র ১৪টি দাবির মধ্যে অনেকগুলি পূরণ হয়েছে। তবে আইএএস অফিসার নীহারিকা রাইয়ের বদলির দাবি ভিত্তিহীন।

# নরেন্দ্র মোদীর 'নেতাজীপ্রীতি' নিয়ে প্রশ্ন চন্দ্র বসুর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'নেতাজীপ্রীতি' নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা তথা নেতাজির পরিবারের সদস্য চন্দ্র বসু। মঙ্গলবার টুইট করে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'নেতাজির ১২৫ তম জন্মদিবস সংক্রান্ত যে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়া হয়েছে তার কাজ কী? এতদিন হয়ে গেলেও সেই কমিটি একবারের জন্য আলোচনা বসল না কেন? ভার্চুয়ালি বসতেই পারত।'

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আচমকাই নেতাজি আবেগে গা ভাসাতে থাকে বিজেপি নেতৃত্ব। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিরাট প্রচার করা হয়। আচমকাই নেতাজি ভক্তি জেগে ওঠে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিরোধে গিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে নাম দেয় মোদি-শাহের সরকার। ঘোষণা করা হয়, নেতাজির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ কমিটি গড়া হবে যারা সারাবছর ধরে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করবে। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে বিজেপি। তখনই নেতাজি প্রীতি চলে যায়। চন্দ্র বসু প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারি ভাবে তৈরি করা কমিটি নিয়ে কোনও কাজ কেন হল না? চলতি বছরের শুরুতেই কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবসে একগুচ্ছ কর্মসূচী নিয়ে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তখনই এই উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়া হয়। কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল এই কমিটি সারাবছরই নেতাজির জন্মদিন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা ও অনুষ্ঠান করবে। কিন্তু দীর্ঘ মাস কেটে গেলেও নীরব রয়েছে সেই কমিটি। আর সেই নিস্তব্ধতা নিয়েই টুইটারে প্রশ্ন তুলেছেন চন্দ্র বসু। কেন্দ্রের গড়া উচ্চপর্যায়ের কমিটিতে চন্দ্র বসু ছাড়াও নেতাজির পরিবারের বাকি সদস্য সহ ১০ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এ আর রহমান, শুভেন্দু অধিকারী ও মিঠুন চক্রবর্তীকে রাখা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ মাস কাটলেও কেন্দ্রের তরফে এই কমিটিকে দিয়ে কোনও পদক্ষেপ নিতে বা অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। সেই বিষয়েই প্রশ্ন তুলেছেন চন্দ্র বসু। বিজেপি নেতার এই বক্তব্যতেই একাধিক প্রশ্নের মুখে বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের ধারণা শুধুমাত্র বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের জন্যই নেতাজি প্রীতি দেখিয়েছিল বিজেপি। চন্দ্র বসুর টুইটকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে আক্রমণ করেছে তৃণমূলও।

# দিলীপ ঘোষকে রাজনৈতিক সহবৎ শেখার আর্জি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন তৃণমূল সাংসদরা। বিভোক্ষ-স্লোগান-গান আর তার জোর বাড়াতে দেন হাতহাতির তাল! মঙ্গলবার কলকাতার চায়ে পে চর্চা অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের মুখে উঠে আসে সেই প্রসঙ্গ।



তৃণমূল সাংসদদের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করে দিলীপবাবু বলেন, "তৃণমূল সাংসদরা অমিত শাহের বাড়ি গিয়ে হাততালি দিচ্ছেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাততালি কারা দেয়? জানেন তো?" দিলীপ ঘোষ একটি ইঙ্গিত দেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে এসে তার পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেন, "তৃণমূল সাংসদরা গতকাল দিল্লিতে উত্তাল বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। গান গেয়েছেন, হাততালি দিয়েছেন, স্লোগান দিয়েছেন। দিলীপ ঘোষ একটা ইঙ্গিত করে কুরুচিকর মন্তব্য করলেন। যাঁদের ইঙ্গিত করে কুরুচিকর মন্তব্য করলেন দিলীপবাবু। তাঁরাও আমাদের সমাজের অঙ্গ। তাঁদের জীবনেও বহু যন্ত্রণা রয়েছে। তাঁরা বহু কষ্ট করে একটা জীবিকা নির্বাহ করছেন। এরকম সস্তা, চটুল-কুরুচিকর মন্তব্য করে তাঁদের ছোটো করবেন না।"

দিলীপ ঘোষের উদ্দেশে কুণালের বক্তব্য, "দিলীপবাবু মানসিকতা বদলান। আমি এর তীব্র নিন্দা করি।

আর সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি, হাতহালি দিয়ে প্রতিবাদ, স্লোগান গণআন্দোলনের অংশ। দিলীপবাবু হাততালি দিয়ে প্রতিবাদে যদি ওই ধরনের চিন্তা মাথায় আসে, তাহলে যান আপনাদের নব্য সনাতনী শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে হাততালি দিয়ে নিজেকে সনাতনী প্রমাণে কীর্তন করেন, তাঁরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে দেখুন! আপনার ইঙ্গিতটা সেদিকেও যেতে পারে!"

# বাবুল সুপ্রিয়কে ফের একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) :"বাংলায় বেইমানের সংখ্যা বাড়ছে।" মঙ্গলবার কলকাতা পোর্ট ডিসি অফিসের সামনে চায়ে পে চর্চা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঞ্চে মাইক হাতে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই সঙ্গে বলেন, "সিপিএম সর্বহারা নয়, সর্বহারা কে জানেন? বাবুল সুপ্রিয়'। বাবুলবাবুকে নিয়ে দিলীপবাবু দ্বৈরথের অধ্যায়ে এক নয়া পর্বের সূচনা করলেন।





দিলীপবাবু এ দিন শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছেন, যদিও পুরোটাই কৌতুকের ছলেই। তৃণমূলের ত্রিপুরা-অভিযান নিয়েও একের পর এক বাণ ছুড়েছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেই আসে বাবুল সুপ্রিয়র নাম। দিলীপবাবু বলেন, "বাংলায় বেইমানের সংখ্যা বাড়ছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীজি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ভরসা করেছিলেন, তিনি বেইমানি করেছেন। নরেন্দ্র মোদী বাবুল সুপ্রিয়র ওপর ভরসা করেছিলেন, তিনিও বেইমানিই করলেন। আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে বাবুল সুপ্রিয়? ওঁর গাওয়া গান আজকে ওঁকেই শুনতে হচ্ছে ত্রিপুরাতে!" দিলীপবাবুর সংযোজন, "লোকেই বলছেন, এই বাবুল আর নয়! আমি এক বন্ধুকে বলছিলাম, আপনারা ভাষণ দেন সিপিএম সর্বহারা, সর্বহারা! দেখেছেন কে সর্বহারা? বাবুল সুয়ি সর্বহারা। আমরা ওঁকে মাথায় করে রেখেছিলাম। যা চেয়েছিলেন, তাই দিয়েছিলাম। কিন্তু কী করলেন"এখন বাবুল তৃণমূলে গিয়েছেন, চোরেদের দলে গিয়েছেন।"বাবুল-দিলীপ টানাপোড়েন রাজনৈতিক মহলে চর্চিত। এর আগেও একাধিকবার বাবুলকে বিঁধেছেন দিলীপবাবু। বাবুল যখন বিজেপিতে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁদের শীতল লড়াই বঙ্গ রাজনীতিতে সবার জানে। কিন্তু দিলীপবাবুর কোনও কথাতেই এখন আর বিশেষ আমল দিতে চান না বাবুল। দিলীপবাবু প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানালেন, "উনি সকালে যেটা বলেন, সেটা সারা দিন মানুষ এনজয় করেন। ওঁকে ওঁর মত বলতে দিন। ওর কথায় কোনও কিছু এসে যায় না।"

# ৩৩ লক্ষ সদস্য ভরতি অভিযানের লক্ষ্য জানুয়ারিতে মস্তিষ্ক-মন্থন বৈঠক কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : দলকে চাঙ্গা করতে ৩৩ লক্ষ সদস্য ভরতি অভিযানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ময়দানে নামছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এই অভিযানে সংশ্লিষ্ট জেলার দলীয় বিধায়ককে দেওয়া হবে দায়িত্ব। জানুয়ারি মাসে দলের মস্তিষ্ক মন্থন বৈঠক। সামনেই পুরসভা নির্বাচন। পরে পঞ্চায়েত এবং এর পর লোকসভা নির্বাচন। তিন-তিনটি নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে ভূপেন বরার প্রদেশ কংগ্রেস। আর প্রথম পদক্ষেপে সদস্য ভরতি অভিযান শুরু করছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। দলের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দিশপুরে কংগ্রেসের বিধায়ন পরিষদীয় দলের বৈঠকে।

দিশপুরে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বিধায়ন পরিষদীয় দলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, উপ-দলনেতা রকিবুল হুসেন লস্কর, মুখ্য সচেতক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী সহ দলের প্রত্যেক বিধায়কের উপস্থিতিতে অসম কংগ্রেসের বিধায়ন পরিষদীয় দলের এই বৈঠকে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস রাজ্যে ৩৩ লক্ষ সদস্য ভরতি করবে। ইতিমধ্যে ৮.৫০ লক্ষ আবেদনপত্র বিতরণ করা হয়েছে। সদস্য ভর্তি অভিযানে দলের প্রত্যেক বিধায়ক নিজের নিজের জেলার দায়িত্বে থাকবেন। অবশ্য তাঁদেরকে বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে অন্য জেলারও সদস্য ভরতি ও নবায়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। সাংসদরা তাঁদের লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ জেলাসমূহের দায়িত্ব নেবেন। রাজ্যসভার সদস্য রিপুণ বরা তেজপুর লোকসভা এবং রানি নরহ লখিমপুর জেলায় সদস্য ভরতির দায়িত্বে থাকবেন। বৈঠকে জানানো হয়েছে, ৩৩ লক্ষ সদস্য ভরতির আবেদনপত্র ব্লক এবং জেলা কংগ্রেস কমিটিতে প্রেরণ করার পর মেগা সদস্য ভরতি অভিযানের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করা হবে। এই দিনেই প্রত্যেক নেতা নিজের নিজের বুথে উপস্থিত হয়ে সদস্য ভরতি করবেন। স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে ওই সব এলাকায় দলের সংগঠন মজবুত হয়।

এদিনের বৈঠকে জানুয়ারি মাসে দলের মস্তিষ্ক-মন্থন বৈঠক আয়োজন করারও গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয়েছে, নগাঁও-এর সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের পৌরোহিত্যে ২০২২-এর জানুয়ারিতে দলের মস্তিষ্ক মন্থন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মস্তিষ্ক-মন্থনে শলা-পরামর্শ দেওয়ার জন্য দলের প্রবীণ নেতাদের নেতৃত্বে নয়টি উপ-সমিতি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এদিনের বৈঠকে এ-ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিধানসভা অধিবেশনের পর ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী দলের এক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হবে।

বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেনকুমার বরা, তিন কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, রাণা গোস্বামী, জাকির হুসেন শিকদার, সাংসদ রিপুণ বরা, সাংসদ গৌরব গগৈ, সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ, সাংসদ রানি নরহ এবং সাংসদ আব্দুল খালেক আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

# নিরপেক্ষভাবে কাজের মৌখিক পরামর্শের পর কমিশনকে লিখিত কড়া বার্তা বঙ্গের রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) ছ হাওড়া পুর-বিল আটকে দেওয়ার পর এবার রাজ্যের পুরভোট নিয়ে সুর চড়ালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস। সেখানে রাজ্যের সব পুরসভার ভোট একসঙ্গে করানোর কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি, কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পরামর্শ দিয়ে কমিশনকে চিঠি দিয়ে সতর্কও করলেন রাজ্যপাল।

কলকাতা হাইকোর্টে হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য সরকার আদালতে জানিয়েছে ১৯ ডিসেম্বর হাওড়া ও কলকাতা পুরসভায় ভোট করাতে চায় রাজ্য সরকার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে হাওড়া পুরসভাকে নিয়ে। হাওড়া পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডকে বালি পুরসভায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে একটি বিলও রাজ্য বিধানসভায় পাস করিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই বিলে এখনও সাক্ষর করেননি রাজ্যপাল। ফলে হাওড়া পুরসভার ভোট কবে হবে তা নির্ভর করছে রাজ্যপালের উপরেই। রাজ্যপাল ওই বিলটির ব্যাপারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছে। এমতাবস্থায় হাওড়ায় পুরভোট না করানো গেলে কলকাতা পুরসভার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিতে পারে সরকার।

নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মঙ্গলবার প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকে রাজ্যপাল তাঁকে কমিশনের ক্ষমতা কথা মনে করিয়ে দেন। বৈঠকের পর টুইট করেও সেকথা জানিয়েছেন রাজ্যপাল। ধনকর নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়েছেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের কোনও সংস্থা নয়। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা। তাই তাকে স্বাধীনভাবে, পক্ষপাত মুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতোই রাজ্য নির্বাচন কমিশনেও স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে। এনিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠিও দিয়েছেন রাজ্যপাল। কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনার তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোনও অবস্থাতেই যেন রাজ্য সরকারের হয়ে কাজ না করেন। অর্থাৎ তাঁকে নিরপেক্ষ ভাবে চলতে হবে। রাজ্য সরকারের শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ না করেন। বিরোধীরা বরাবরই বলে আসছে রাজ্যের সব পুরসভার ভোট একসঙ্গে হোক। সূত্রের খবর, রাজ্যপালও একই কথা বলেছেন। কমিশনের যুক্তি ছিল সব পুরসভার ভোট একসঙ্গে হয়ে যতগুলি ইভিএমের প্রয়োজন হবে তা কমিশনের হাতে নেই। পাশাপাশি এতে টিকাকরণেও বাধার সৃষ্টি হবে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রথম মৃত্যুদিবসে সর্বধর্ম প্রার্থনা ও স্মৃতিচারণ অসম প্রদেশ কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের একাধারে তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী, বলিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা, পদ্মভূষণ প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের আজ প্রথম মৃত্যুদিবস। আজ মঙ্গলবার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন সর্বস্তরের দলীয় কর্মীগণ। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বধর্ম প্রার্থমাও।

রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় প্রয়াত নেতার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের পশাপাশি তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর কার্যালয় রাজীব ভবনে সকাল ১০:৩০ মিনিটে প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের প্রতিচ্ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের মধ্য দিয়ে কার্যসূচির শুভারম্ভ করেন এপিসিসি সভাপতি ভূপেনকুমার বরা। এর পর অসম বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, উপ-দলনেত রকিবুল হুসেন, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা শরৎ বরকটকি, রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা, সাংসদ তথা তরুণ গগৈয়ের ছেলে গৌরব গগৈ, প্রাক্তন সাংসদ বলিন কুলি, প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম কার্যনির্বাহী সভাপতি রাণা গোস্বামী, প্রাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শর্মা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা আবুসালেহ নজমুদ্দিন, বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী অকণ বরা, বিধায়ক শিখামণি বরা, বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, বিধায়ক আবদুস সুভাহান আলি সরকার, বিধায়ক আবদুল রহিম আহমেদ, অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য সহ প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের বহু নেতা-কর্মী প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে।

শ্রদ্ধাঞ্জলির পর নাম-প্রসঙ্গের পাশাপাশি বাইবেল, কোরান এবং গুরু সাহিব গ্রন্থ পাঠ করে বরেণ্য নেতার আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়। পরে নাগারা-নামের অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেসের সকল নেতা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা নিজে নাগারা বাজিয়েছেন।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈয়ের স্মৃতিচারণ করেছেন প্রদেশ সভাপতি ভূপেন বরা সহ উপস্থিত প্রায় সকলে। তাঁরা প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের রাজনৈতিক জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁর জীবনদর্শন এবং অসমপ্রীতির বিষয়ে আলোকপাত করে বলিষ্ঠ নেতার স্মৃতিচারণ করেছেন। রাজীব ভবনের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় সব নেতা ছাড়াও এনএসইউআই, যুব-কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, সেবাদলের নেতৃত্ব এবং বহু সংখ্যক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

# দমদম পুরসভার প্রশাসক পদে ফিরলেন ফেরানো হচ্ছে ‘প্রাক্তন’-কে

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : দমদম পুরসভায় আবারও প্রশাসক পদে বদল ঘটানো হল। বরুণ নট্টকে সরিয়ে প্রশাসক পদে ফিরিয়ে আনা হল পুরসভার প্রাক্তন প্রধান হরেন্দ্র সিংকে।

প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে পুরনির্বাচনে সাফল্যের হিসেব কষে এই পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। রাজ্যের যে সব পুরসভায় নির্বাচন বকেয়া রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল দমদম পুরসভা। বাম জমানায় এই পুরসভায় বামেরা একছত্র আধিপত্যবাদ চালিয়ে গেলেও ক্ষমতা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই পুরসভাতে আমজনতার ভোটও হারিয়েছে। আর তার জেরেই এই পুরসভা এসেছিল তৃণমূলের দখলে।

কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে নাজেহাল হতে হয় তৃণমূলকে। হরেন্দ্রবাবুকে পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে সরিয়েছিল শাসক দল। সেই পদে আনা হয়েছিল বরুণ নট্টকে। কিন্তু এখন আবার পরিবর্তন ঘটানো হল। দমদম পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে বরুণ নট্টকে সরিয়ে ফের আনা হল হরেন্দ্র সিংকে। এই পরিবর্তনের পিছনে অবশ্য ভিন্ন একটি সম্ভাব্য কারনও উঠে আসছে। আর তা হল সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া এক দুর্ঘটনা ও তাতে এক অটো চালকের প্রাণহানীর ঘটনা। দমদম পুরসভার বেদিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা বাসিন্দা বছর ৫২’র অটো চালক রঞ্জন সাহা সেভেন ট্যাঙ্কস এলাকায় রাতের বেলা অটো রাখতে গিয়ে একটি খোলা ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। মনে করা হচ্ছে এই ঘটনার জেরেই পুরসভার প্রশাসক পদে পরিবর্তন ঘটানো হল।

# চিরি যাওয়া ও হারিয়ে ফেলা শতাধিক মোবাইল ফেরত পেলেন মালিকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ নভেম্বর।।** চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া প্রায় শতাধিক মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে মোবাইলের প্রকৃত মালিকের হাতে। হারানো মোবাইল উদ্ধারে আর কে পুর থানার বিরাট সাফল্যবলা যায়। ২০২১ সালের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আর কে পুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গাতে হারিয়ে যাওয়া শতাধিক মোবাইলউদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর কে পুর থানায় সি সি টি এন এসে কর্মরত আসিফ আহমেদ সরকার। মঙ্গলবার রাধাকিশোরপুর পুর থানার জি ডি এন্টির সূত্র ধরে ছয়টি মোবাইলউদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার করা মোবাইল গুলো থানার ও সি রাজীব দেবনাথের হাত দিয়ে দেওয়া হয়।, রাধাকিশোরপুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ সাংবাদিকদের জানান যাদের মোবাইল হারিয়ে যাবে বা চুরি হয়ে যাবে জি ডি এর্ন্টি করার সময় আই এম ই আই নাম্বার অবশ্যই আবেদন পত্রে উল্লেখ করতে হবে। এদিকে যে সকল ব্যক্তির মোবাইল চুরি বা হারিয়ে গেছে এবং থানার দ্বারস্থ হয়েছেন, আজ তারা মোবাইল পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। মোবাইল ফিরে পেয়ে মোবাইলের প্রকৃত মালিকা বলেন- ওনার হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পাবেন ওনরা কখনো তা আশা করেননি। তবে এই দিক দিয়ে বলতে গেলে এই ধরনের সাফল্যে আর কে পুর থানায় অবশ্যই একটা প্রশংসার দাবি রাখে। মোবাইল ফিরে পেয়ে মোবাইলের প্রকৃত যারপরনাই খুশি।

# ইন্দোরে করোনা আক্রান্ত ৪ সেনা জওয়ান

ইন্দোর, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে করোনা টিকার দুটি ডোজ নেওয়ার পরেও এবার করোনা আক্রান্ত হলেন ৪ জন সেনা আধিকারিক। আক্রান্ত এই চারজনের মধ্যে দুজন সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) এর একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ইন্দোরের নোডাল অফিসার ডাঃ অমিত মালাকার বলেন, ‘গত তিনদিনে ইন্দোরে চারজন সেনা কর্মকর্তা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই করোনা টিকার দুটি ডোজই নিয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে করোনার কোনও উপসর্গ নেই এবং এই মুহূর্তে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।’ পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, আক্রান্ত এই চারজনের মধ্যে দুজন সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) এর একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করায় আপাতত আইআইএমের অফলাইন ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইনস্টিটিউটশন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আগামী বেশ কিছুদিন অনলাইনেই পঠনপাঠনের কাজ চলবে।অন্যদিকে, ভারতীয় সেনার তরফ থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, করোনা আক্রান্ত ওই ৪ সেনা আধিকারিকের সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি আইআইএমে পাঠরত ওই দুই সেনা আধিকারিকের সংস্পর্শে এসেছিলেন যে সমস্ত পড়ুয়ারা তাঁদেরও শেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# ফের অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : সম্প্রতি কৃষকদের বিক্ষোভকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘খালিস্তানি’ বলার অভিযোগে ফের অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের বিরুদ্ধে দায়ের করা হল এফআইআর। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে মুম্বইতে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষক আইন প্রত্যাহার নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ক্ষমা চেয়ে মোদি বলেন, ‘হয়ত আমাদের তপস্যাতেই খামতি ছিল। তাই কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে’। এই ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় কঙ্গনা লিখলেন, ‘দুঃখিত, লজ্জিত, এটা একেবারে বেঠিক। যদি মানুষজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইন বানাতে শুরু করে, পার্লামেন্টে নির্বাচিত সরকারের বদলে তাহলে এটাও জিহাদিদের রাষ্ট্র। সকলকে শুভেচ্ছা যাঁরা এমনটাই চেয়েছিলেন’। এরপর কৃষক আন্দোলনকে তিনি খালিস্থানি বিক্ষোভের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর সেই কারণেই এবার মুম্বইয়ে শিখ সম্প্রদায়ের নেতা অমরজিৎ সান্ধু ও শিরোমণি আকালি দলের পক্ষ থেকে কঙ্গনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাঁর অভিযোগ, এখানে শিখদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে।

# জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে আধার কার্ড তোলার সূচনায় খুশি অভিভাবকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর।।** রাজ্য বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিসে আধার সেবা কেন্দ্র খোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে আধার কার্ড তোলার সূচনা করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আধার কার্ড তোলা শুরু হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চমোহন জমাতিয়া সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চমোহন জমাতিয়া বলেন রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে চালু হওয়া সেবা কেন্দ্রর মাধ্যমে উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা আধার কার্ড না থাকায় ব্যাংক একাউন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের স্কলার্শিপ ফিলাপ করতে পারেনা। রাজ্য সরকারের এই সুযোগ সকল কে গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন তিনি। সকল ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আধার কার্ড তোলার সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সকল শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আবেদন করেন পঞ্চবাবু। জম্পুইজলা মহকুমার বিদ্যালয় গুলোতে পঠন- পাঠন সহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন পঞ্চবাবু তাতে খুশি সুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

## বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী বহু কাজের অভিযোগ রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত অভিযোগের ওপর দল বিশ্লেষণ করছে। যথাসময়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

## সন্তান

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে গিয়ে নিহত লেংথামাইয়ের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর বিকেলের দিকে মরদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পানিসাগর থানার পুলিশ। অন্যদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়ে। পুলিশ সংঘটিত পথ দুর্ঘটনার মামলা রুজু করে ঘাতক ট্রাকের খোঁজে তালাশি চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

## রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

৯৭ জন সিভিল সেক্টর অফিসারের সাথে তাদের উপর অর্পিত এলাকার নিরাপত্তার তদারকির জন্য বিস্তারিত জানানো হয়েছে। ২৫ টিএসআর কর্মীকে সমস্ত থানায় দেওয়া হয়েছে যেখানে এলাকার আধিপত্যের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আরও ৩০ টিএসআর কর্মী আইনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা রিজার্ভ হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য সব থানায় অতিরিক্ত ৬১টি হালকা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, সিআরপিএফএর ৫০ টি বিভাগকে একচেটিয়াভাবে আইন ও শৃঙ্খলা এবং এলাকার আধিপত্যের জন্য একত্রিত করা হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন এবং বাইরের জন্য সিআরপিএফ-এর অতিরিক্ত ১৫ টি বিভাগও দেওয়া হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ৮৮ জন দুর্ভোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ২৪৪ সংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছে এবং স্থল প্রয়োজন অনুযায়ী সার্বক্ষণিক নির্দিষ্ট পিকেট/যানবাহী মোবাইল/পায়ে টহল দেওয়া হচ্ছে। মুলতুবি ওয়ারেন্ট কার্যকর করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল এবং পৌর নির্বাচন ঘোষণার পর এ পর্যন্ত মোট ১৬১টি মুলতুবি ওয়ারেন্ট কার্যকর করা হয়েছে এবং ৪৩৩টি প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতার রিপোর্ট করা সমস্ত ঘটনায় আইনের উপযুক্ত ধারায় নির্দিষ্ট মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। পৌর নির্বাচন ঘোষণার পর এ পর্যন্ত ৫৭টি রাজনৈতিক মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। পৌর নির্বাচন ঘোষণার পর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৬৩ জনকে আইনের নিষেধাজ্ঞামূলক ধারায় আবদ্ধ করা হয়েছে। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলাগুলিতে কুইক রেসপন্স টিমও গঠন করা হয়েছে। জেলার মোট ১২৩টি নাকা পয়েন্টকে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য কার্যকর করা হয়েছে। পুলিশের অনুমতি নিয়ে আয়োজিত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং পুলিশের অনুমতি নিয়ে আয়োজিত কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ডিজিপি ত্রিপুরা সকল যোগ্য ভোটারদের নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা পুলিশ ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছে।

## আটক

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা থেকে আগত এএস ০১ এলসি ৮৯১৯ শেরওয়ালি নামের নাইট সুপারে তলাশি চালিয়ে বাংলাদেশি দুই নাগরিককে তিনি আটক করেন। বাসটি আগরতলা থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

পুলিশ অফিসার মিণ্টু শীল জানান, প্রাথমিক জেরায় ধৃত জনি তালুকদার জানিয়েছেন তার বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানাধীন মদোশিডলি গ্রামে। সবনম তার খুড়তুতো বোন। দিদি সবনম কর্মসূত্রে গত কয়েক বছর ধরে ভারতের বেঙ্গালুরুতে থাকে। দিন কয়েক আগে সে বাংলাদেশের বাড়িতে গিয়েছিল। এবার তাকে (জনি) বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরার সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা। এর পর তারা বাগবাসা আসে। বাগবাসা থেকেই গতকাল সন্ধ্যায় গুয়াহাটি যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই বাসে উঠেছিল সম্পর্কিত ভাই ও বোন।

তিনি আরও জানান, সবনমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। এমন-কি বেঙ্গালুরুর কোথায় সে যাবে তা-ও সঠিক করে বলতে পারছে না। মিণ্টুবাবু জানান, পুলিশের তালাশিতে এদের কাছ থেকে সামান্য পোশাকে ভরতি দুটি কিডব্যাগের পাশাপাশি বাংলাদেশে তৈরি ‘জেলড্রিন ২০’ট্যাবলেট এবং ‘ফান অ্যান্ড জয়’ ব্র্যান্ডের আচারের এক বোতল ও সবনমের নামে ভারত সরকারের ইস্যুকৃত একটি আইডি কার্ড উদ্ধার হয়েছে। এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের মোবাইল ফোনের সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে।

এদিকে বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করানোর পেছনে এক চক্র জড়িত বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ বহু পুরনো। এই চক্রের অন্যতম এক চাঁই এতদঞ্চলে অতি সক্রিয়। ওই মহিলাই তাদের ভারতে গাইড করেন। গত রাতে ধৃত দুই বাংলাদেশিকে যে মহিলা গাইড করেছেন তিনি কি এই সবনম আখতার ?এর জবাবে পুলিশ অফিসার মিন্টুবাবু বলেন, তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে জনিকে সবনম আখতারই গাইড করে ভারতে নিয়ে এসেছে তা সত্য। নির্দিষ্ট আইনের বলে দুজনকে গ্রেফতার করে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁরা তদন্ত জারি রেখেছেন বলে জানান চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিণ্টু শীল।

## আইন-শৃঙ্খলা

● প্রথম পাতার পর

বলেন, বাম আমলের কুখ্যাত গুণ্ডারা এখন বিজেপির চোখের মণি হয়েছেন। অথচ, দুর্দিনের সাথী যাঁরা রাগ, অভিমান করে দূরে চলে গেছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন বোধ করছেন না। তাঁর দাবি, পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছেন না বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু যেদিন বুঝবেন সেদিন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এদিন তিনি অভিযোগ করেন, দল এডিসি নির্বাচনে তাঁর সাথে দূরত্ব রেখেছিল। পুর নির্বাচনেও তাঁকে ডাকেনি দল। তাই এককভাবে মানুষের স্বার্থে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জানান তিনি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য সরাসরি এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু সেই দায়িত্ব তিনি সঠিকভাবে পালন করছেন না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও বক্তব্যও রাখছেন না। তবে আমরা সন্ত্রাস বরদাস্ত করব না। পথে নেমে সন্ত্রাস রুখবই, হুঙ্কার দেন তিনি।

## নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

বানচাল করার জন্য একটা মহল থেকে দীর্ঘদিন ধরে গভীর ষড়যন্ত্র করছে। একটি রাজনৈতিক দল পুরভোটকে পিছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টেও আবেদন জানিয়েছিলো। আজ সুপ্রিমকোর্ট তা খারিজ করে রায় দেয় যে পুরভোট নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই হবে। সুপ্রিমকোর্টের এই রায়কে গণতন্ত্রের জয় বলে অভিহিত করেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, যারা ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে চাইছিলেন তাদেরকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল এস এস দে।

## অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ভেতরে নেওয়া হবে। বর্তমানে ৮০ মার্কের পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য ৪০ মার্কের যদি পরীক্ষা নেওয়া হয় তাহলে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করবে তারা। আর ৮০ মার্কের পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। ৮০ মার্কের পরীক্ষার জন্য তারা প্রস্তুতি নেয় নি বলে জানিয়েছে।

তাদের দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা শুধু কাঞ্চনপুরই নয় ,বিভিন্ন স্থানে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

## জনতার

● প্রথম পাতার পর

কৈলাসহর থানা থেকে বিশাল পুলিশ ওটছট্ট বাহিনী অবরোধ স্থলে যায়। প্রায় চার ঘন্টা পর বিকেল তিনটায় ঙ্গঢছ দপ্তরের আধিকারিকরা জল ভর্তি কয়েকটি গাড়ি নিয়ে অবরোধ স্থলে যায়। ঙ্গঢছ দপ্তরের আধিকারিক অবরোধ স্থলে যাওয়ার পর অবরোধকারীদের প্রচন্ড ক্ষোভের মুখে পড়েন। প্রায় আধঘন্টা কথা বলার পর আধিকারিকদের এলাকায় দুই বেলা করে গাড়ি দিয়ে পানীয়জল দেওয়ার আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়

# ক্রীড়াঙ্গন

## ‘শত্রু’ রামোসকে নতুন করে চিনছেন মেসি

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে দুজন ছিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের খেলোয়াড়। সেই সময়ের বার্সেলোনার মেসি আর রিয়াল মাদ্রিদের সের্হিও রামোস আজ একই দলে। অতীতের ‘তিক্ততা’ ভুলে এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার পালা। নতুন ঠিকানায় পুরনো ‘শত্রুর’ সঙ্গে ড্রেসিং রুম ভাগাভাগি করতে কেমন লাগছে? জবাবে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের প্রতি শ্রদ্ধাই ঝরল আর্জেন্টিনা অধিনায়কের কণ্ঠে। জানালেন, কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতায় রামোসকে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করছেন তিনি। গত গ্রীষ্মের দলবদলের শুরুতে রিয়াল থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে প্যারিসের দলটিতে যোগ দেন রামোস। পরের মাসে বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তির প্রক্রিয়া ভেস্তে যাওয়ার পর ফ্রান্সের দলটিতে যুক্ত হন মেসি। এখনও মাঠে দুজন একত্রে খেলতে পারেননি রামোসের দীর্ঘমেয়াদী চোটের কারণে। তবে অনুশীলন করছেন একসঙ্গে। সেখানে একই ফ্রেমে তাদের হাস্যোজ্জ্বল ছবি ভক্তদের কাছে আলোচনা বিষয় হয়ে উঠেছে। সেটির একমাত্র কারন নিজ নিজ সাবেক ক্লাবে থাকার সময় তাদের মাঝের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মার্কায় প্রকাশিত দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার কথা বলেছেন বেশ কিছু বিষয়ে। সেখানেই উঠে এসেছে তার সতীর্থ হিসেবে রামোসকে পাওয়ার অভিজ্ঞতা এবং স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে নিয়ে তার অভিমত। মেসি বললেন, অতীতে ফুটবল মাঠে তাদের মধ্যে উত্তপ্ত লড়াই হলেও খেলোয়াড় হিসেবে বরাবরই তারা পরস্পরকে সম্মান করেছেন।“এত বছরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বার্সেলোনা ও মাদ্রিদের দুই অধিনায়ক হিসেবে অনেকগুলো ক্লাসিকো খেলা এবং মাঠে মুখোমুখি অনেক লড়াইয়ের পর এখানে (সতীর্থ হয়ে ওঠা) শুরুতে কিছুটা অদ্ভুতই লেগেছিল। কিন্তু এখন সবই অতীত। ক্লাসিকোর লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকার পরও আমরা সবসময় একে অপরকে অনেক সম্মান করেছি।” পায়ের পেশির চোটে দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি রামোস। খুব শিগগিরই তিনি মাঠে ফিরবেন বলে প্রত্যাশা মেসির।

“এখন তাকে একজন সতীর্থ হিসেবে পাওয়াটা চমৎকার। ধীরে ধীরে সে গতি ফিরে পাচ্ছে। আশা করি, সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠে নামবে, কারণ আমাদের লক্ষ্য অর্জনে রামোস একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হতে যাচ্ছে।

মাঠে রামোসের ক্ষিপ্র, রগচটা, লড়াকু মানসিকতা দেখেই সবাই অভ্যস্ত। ব্যতিক্রম নন মেসিও। তবে পিএসজিতে তাকে কাছ থেকে দেখার পর আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের উপলব্ধি, সাবেক রিয়াল তারকা মানুষ হিসেবে অসাধারণ। “আমি আগে থেকেই তাকে চিনি। এটা সত্যি যে আমাদের মধ্যে লম্বা সময় নিয়ে কখনও কথা হয়নি, কিন্তু আমরা অনেক বছর ধরে লা লিগায় একে অন্যের বিপক্ষে খেলেছি এবং একাধিকবার কথা বলেছি। সে কেমন তা নিয়ে আমার আগে থেকেই ধারণা ছিল। আমার সাবেক সতীর্থদের (বার্সেলোনায়) অনেকেই স্প্যানিশ জাতীয় দলে তার সঙ্গে খেলত, তাই আমি আগে থেকেই তার সম্পর্কে জানতাম। এখন প্যারিসে একসঙ্গে বেশি সময় কাটানোর পর আমি বুঝেছি, সে দারুণ ব্যক্তি।” সব ঠিক থাকলে মেসি ও রামোসকে প্রথমবারের মত পিএসজির জার্সিতে দেখা যেতে পারে বুধবার, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেষ্টার সিটির বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ী সেন্টার-ব্যাককে নিয়ে নিয়ে মঙ্গলবার ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো।

## বাদ পড়লেন লোকেশ রাহুল, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা ভারতের

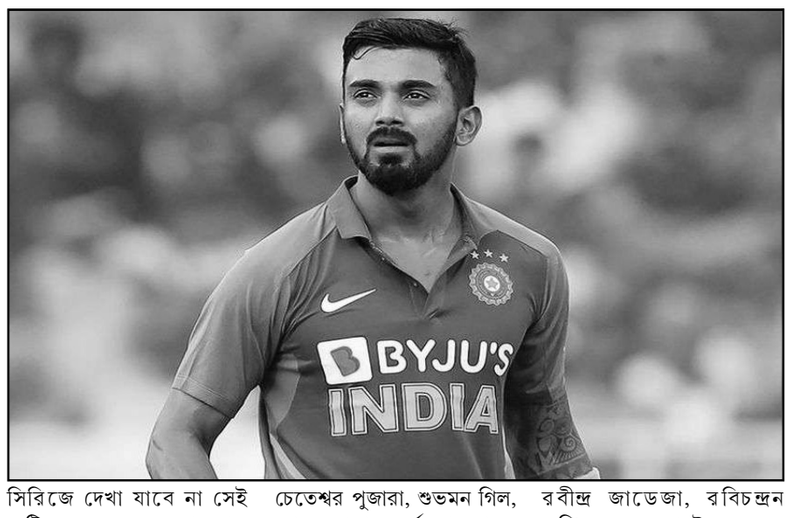

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): চোটের জন্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে বাদ পড়লেন লোকেশ রাহুল। মঙ্গলবার বিসিসিআই-এর তরফে জানিয়ে দেওয়া হল রাহুলের বদলে দলে এলেন সূর্যকুমার যাদব। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু বৃহস্পতিবার। সেই টেস্টে অধিনায়কত্ব করবেন অজিঙ্ক রাহাণে। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিরাট কোহলীকে। দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ফিরবেন তিনি। সেই টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন কোহলী। টি২০ ক্রিকেটে চতুর্থ বার শতরানের জুটি গড়েছিলেন রোহিত এবং রাহুল। তাঁদের ওপেনিং জুটি ভারতীয় দলকে একাধিক সাফল্য এনে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দেখা যাবে না সেই জুটি। দেখে নেওয়া যাক ভারতের টেস্ট দল-অজিঙ্ক রাহাণে, ময়ঙ্ক আগরওয়াল, চেতেশ্বর পুজারা, শুভমন গিল, শ্রেয়স আয়ার, সূর্যকুমার যাদব, ঋদ্ধিমান সাহা (উইকেটরক্ষক), শ্রীকর ভরত (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর পটেল, জয়ন্ত যাদব, ইশান্ত শর্মা, উমেশ যাদব, মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

## ‘আর্জেন্টিনার হয়ে আরেকটি ফাইনাল খেলতে চাই’

ক্লাব ফুটবলে অর্জনে ভরপুর লিওনেল মেসির জাতীয় দলের হয়ে যাত্রাটা দীর্ঘদিন ছিল হতাশার চাদরে মোড়ানো। অবশেষে সেই খরা কেটেছে কোপা আমেরিকা জয়ের মধ্য দিয়ে। তার চোখ এবার আরও বড় অর্জনের দিকে। আর্জেন্টিনার দলনায়কের বিশ্বাস, বিশ্ব সেরার মঞ্চেও বিশেষ কিছু অর্জনের সামর্থ্য রয়েছে তাদের।

গত জুন-জুলাইয়ের কোপা আমেরিকায় গোল করে ও করিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মেসি। ব্রাজিলকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে দীর্ঘ ২৮ বছরের শিরোপা খরা কাটায় আর্জেন্টিনা। জাতীয় দলের হয়ে মেসিরও সেটা প্রথম শিরোপা সাফল্য।

কাতার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বও এরই মধ্যে উতরে গেছে আর্জেন্টিনা। লিওনেল স্কালোনির কোচিংয়ে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা দলটি সব মিলিয়ে ২৭ ম্যাচ অপরাজিত, যার শুরুটা হয়েছিল ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে। সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আরও বড় মঞ্চে উৎসব করতে চান পিএসজি তারকা।

মার্কায় মঙ্গলবার প্রকাশিত দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন মেসি। সেখানেই এক পর্যায়ে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে গড়া জাতীয় দলকে নিয়ে আরও বড় কিছু অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

“জাতীয় দলের হয়ে শিরোপা জয় অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য কিছু। কোপা আমেরিকা জয়ের মধ্য দিয়ে আমি একটি লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি যার জন্য আমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কারণ আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার এর খুব কাছাকাছি গিয়েও শিরোপাটি জিততে পারিনি। আমরা দুর্দান্তভাবে বাছাই পেরিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছি। এখন আমরা আরও এগিয়ে যেতে চাই।”

“আমরা এখন খুব ভালো খেলছি। কোপা আমেরিকা জয় অনেক সাহায্য করেছে, কারণ দলটি এখন ভিন্নভাবে ভাবছে এবং আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা জানি যে ফেভারিটদের কাতারে যেতে আমাদের এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। চেষ্টা করব এখন আমরা প্রতিটি ম্যাচে যেভাবে লড়ছি সেই ধারায় সেরা ছন্দে থেকে বিশ্বকাপে খেলার।” বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নে বুঁদ মেসিদের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে স্পেন। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া দলটি সদ্য শেষ হওয়া ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইয়ের বাধা পেরিয়ে সরাসরি জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বকাপে। এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে সাজানো লুইস এনরিকের দলটিকে অনেকেই মানছেন শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে।

মেসি বার্সেলোনায় এনরিকের কোচিংয়ে খেলেছেন। তার দলটির শক্তিমত্তা সম্পর্কেও অবগত আছেন তিনি। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে ‘স্পেন-আর্জেন্টিনা’ ফাইনালের সম্ভাবনা দেখেন?-এই প্রশ্নের জবাবে মেসি বলেন হতেই পারে। তবে তার মূল ভাবনা আরেকটি ফাইনাল খেলা। ‘‘নিঃসন্দেহে (বিশ্বকাপ ফাইনাল) হতে পারে স্পেন বা যে কোনো দলের বিপক্ষেই। আমি আরেকটি ফাইনালে খেলতে চাই এবং আরেকটি লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। সেই উদ্দীপনা ও স্বপ্নটা সবসময়ই আছে।’’

## শিরোপার আরও কাছে মেরিনার্স

টার্ফে নামলেই প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিচ্ছে মেরিনার ইয়াংস। দাপুটে পথচলায় এবার বাংলাদেশ এসসিকে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। পৌঁছে গেছে প্রিমিয়ার ডিভিশন হকির শিরোপা জয়ের আরও কাছে। সুপার ফাইভের ম্যাচে মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার ৭-১ গোলে জিতেছে মেরিনার্স। সব মিলিয়ে ১৩ ম্যাচের সবগুলো জিতে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। দিনের অন্য ম্যাচে মোহামেডানকে ৪-২ গোলে হারানো আবাহনী ১৪ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এক ম্যাচ কম খেলা মোহামেডান ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তৃতীয় স্থানে। মেরিনার্সের বাকি দুই ম্যাচ মোহামেডান ও আবাহনীর বিপক্ষে। প্রথম রাউন্ডে এই দুই দলের বিপক্ষে জিতেছিল তারা। দুই দলের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেই শিরোপা ঘরে তুলবে মেরিনার্স।

প্রথম কোয়ার্টারে এক গোল পাওয়া মেরিনার্স দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও চার গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়। শেষ দুই কোয়ার্টারে তুলে নেয় একটি করে গোল। দলের জয়ে অভিষেক করেন জোড়া গোল। বাকি পাঁচ গোলদাতা সুখজিৎ সিং, মামুনুর রহমান চয়ন, প্রদীপ মোর, মিলন হোসেন ও শাখরংখ আহমেদ।

**EDUCATIONAL NOTIFICATION**
**LAW ENTRANCE EXAMINATION BOARD:2021**
**AGARTALA**
**2nd and Final Counseling for admission in B.A LL.B (Hons) Course in Tripura Govt. Law College, Agartala, 2021-2022.**

In pursuance of the notification No.F.2(71)-LEEB/2021/182 dated 04/10/2021, the Law Entrance Examination Board,2021 is going to conduct 2nd and Final Round of Counseling for 3(three) vacant seats(U.R-01 and S.T-02) for admission in 1st semester B.A LL.B(Hons) Course of Tripura Govt. Law College on 29th November,2021 at 11-30 a.m. in Tripura Govt. Law College.

The intended candidates whose enrolment numbers appeared in the merit list published on 4th October 2021 and who have attended the 1st round counseling but not allotted any seat may appear before the Counselling Board in person with required testimonials/ certificates in original along with one set of photo copy of all the certificates. Terms and conditions will remain same as it was applicable for 1st round of counseling.

**Sd/- (Dr.R.K.Mishra)**
**Chairman, L.E.E.B-2021**
**Principal**
**Tripura Govt. Law College**
**AGARTALA**

**ICA-D-1309/2021-22**

**NIT NO: e-PT-22/EURD/MNU/D/2021-22, dt. 20-11-2021**

Be Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidder, up to 02:00 PM 04/12/2021 for construction works under Manu & Chawmanu RD Block area (2 bid system). For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. subsequent corrigendum will be available in the website only.

***NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER***

For and on behalf of Governor of Tripura
**Er. Binoy Kr. Jamatia**
**Executive Engineer**
**RD Manu Division,Dhalai.**

**ICA-D-2693/2021-22**

সত্যমেব জয়তে

NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

এন এস ভি করুন
প্রকৃত স্বামীর ভূমিকা পালন করুন

- পুরুষের স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি
- কোনও কাটা - ছেঁড়া নেই, কোনও সেলাই নেই
- দুর্বল হবার সম্ভাবনা নেই
- আগের মত উদ্যম এবং পুরুষত্ব বজায় থাকে
- নতুন পদ্ধতিতে পুরুষদের নির্বীজকরণ, একই উদ্যম, একই আনন্দ !

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, ত্রিপুরা
www.health.tripura.gov.in http:// tripuranrhm.gov.in www.facebook.com / nhmtripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


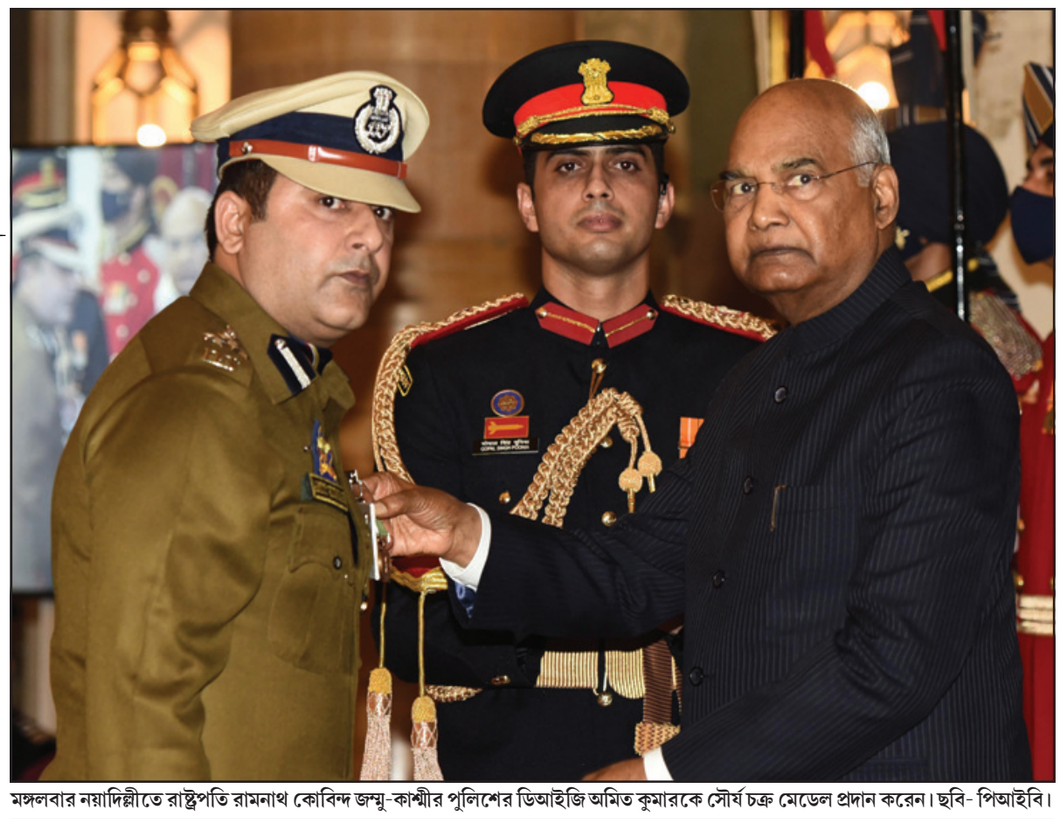

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিআইজি অমিত কুমারকে সৌর্য চক্র মেডেল প্রদান করেন। ছবি- পিআইবি।

# মরণোত্তর মহাবীর চক্রে ভূষিত সন্তোষ বাবু বীর যোদ্ধাদের সম্মানিত করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনা সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ কর্নেল সন্তোষ বাবুকে মরণোত্তর মহাবীর চক্র সম্মানে ভূষিত করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে মহাবীর চক্র পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা সন্তোষ বাবুর মা ও স্ত্রী। গত বছর ১৫ জুন গালওয়ানে ৩০ জন নিরস্ত্র ভারতীয় সেনাকে নিয়ে পরিস্থিতি সরজমিনে দেখতে যান সন্তোষ বাবু। সেখানে তাঁদের উপর হামলা চালায় চিনা ফৌজ। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করেন সন্তোষ বাবু।এই মহাবীর চক্র ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সামরিক বীরত্ব পুরস্কার। শুধু তাঁকেই নয়, মরণোত্তর বীরচক্র সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে নায়েব সুবেদার নুদুরাম সোরেনকে। মরণোত্তর বীরচক্র সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে হাবিলদার কে পালানি, হাবিলদার তেজিন্দর সিং, নায়েক দীপক সিং এবং সেপাই গুরতেজ সিংকেও।

মরণোত্তর কীর্তি চক্র সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ৪ প্যারা স্পেশাল ফোর্সের সুবেদার সঞ্জীব কুমার। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পরম বিশিষ্ট সেবা পদক গ্রহণ করেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক আর চৌধুরী। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

## রাশিয়ায় মারণ হচ্ছে করোনা মৃত্যু ও সংক্রমণ উভয়ই ঊর্ধমুখী

মস্কো, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় করোনা-সংক্রমণ ফের মারণ চেহারা নিয়েছে। বিগত দু""মাস ধরে ক্রমাগত বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ। প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে হাজারেরও বেশি রোগীর। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১, ২৪৩ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৪৩ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৬৬,৫৭৯ জনের। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক রাশিয়াতেই। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩,৯৯৬ জন।

## অন্নদাতাদের স্বার্থে কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কথা বলা উচিত কেন্দ্রের : মায়াবতী

লখনউ, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): কৃষক সংগঠনের সঙ্গে বসে তাঁদের সমস্যার সমাধান করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। বেশি দিন এই বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। জানালেন বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী। মায়াবতীর মতে, সমস্যার সমাধান হলেই খুশি মনে নিজেদের বাড়ি ফিরতে পারবেন কৃষকরা।

কিছু দিন আগেই জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি কৃষকরা। আন্দোলন তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় কেন্দ্রের কাছে মায়াবতীর আর্জি, অবিলম্বে কৃষক সংগঠনের সঙ্গে বসা উচিত কেন্দ্রের।

মায়াবতী জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করেছে, কিন্তু কৃষক সংগঠনের সঙ্গে বসে তাঁদের সমস্যা সমাধান করা উচিত কেন্দ্রের, যাতে কৃষকরা খুশি-খুশি নিজেদের বাড়িতে ফিরে কাজে লেগে পড়েন। কেন্দ্রকে এই বিষয়টি বেশি দিন ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়।'

## স্কর্পিওর পিছনে বাইকের ধাক্কা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন চালক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলা চুড়াইবাড়ির দয়ানন্দ আশ্রম সংলগ্ন দাঁড়িয়ে থাকা স্করপিওর পেছনে বাইক দিয়ে ধাক্কা মেরে ছিটকে পরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে এক ব্যক্তি। দাঁড়িয়ে থাকা স্কোরপিও গাড়ির পেছনে ধাক্কা মেরে গুরুতর ভাবে আহত এক বাইক আরোহী।আহত বাইক আরোহী শ্রীবাস দে ওরফে সুষেন। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানা এলাকায়।আহত ব্যাক্তির আঘাত গুরুত্বর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃ রাজ্যে রেফার করা হয়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত দয়ানন্দ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শ্রীবাস দে ওরফে সুষেন সোমবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ চুরাইবাড়ি থেকে বাইকে করে নিজ বাড়িতে আসছিল। বাড়িতে আসার পথে অসাবধানতাবশত চুরাইবাড়ি স্কুলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্কোরপিও গাড়িতে বাইক দিয়ে আঘাত করে।এতে শ্রীবাস দে গুরুত্বর ভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনি ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কদমতলা হাসপাতালের চিকিৎসক আহত ব্যক্তির আঘাত গুরুত্বর হবার ফলে তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করে। কিন্তু ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎকরাও আহত ব্যাক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃ রাজ্যে রেফার করলে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচরে। সেখান থেকে তাকে আশঙ্কাজনক দেখে গৌহাটি রেফার করেন। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত ব্যক্তি গোহাটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে পরিবারের তরফ থেকে জানা যায়, শ্রীবাস পেশায় একজন দিনমজুর।সে বাজার করে বাড়ি আসার পথে এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তির ছোট দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

## জমিতে মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে বেতাগায় জনমনে ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ নভেম্বর।।** দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার বেতাগা জাতীয় সড়কের পাশে জলনিষ্কাশনের জায়গায় জোরপূর্বক মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে ছোট্ট একটি ছড়া রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে বর্ষাকালে জলনিষ্কাষন হয়। বেতাগা এলাকায় সঠিকভাবে জলনিষ্কাষনের ব্যাবস্থা না থাকার কারেন সামান্য বৃষ্টিতে সমগ্র এলাকা জলমগ্ন হয়ে পরে। এরই মধ্যে বাইখোড়া এলাকার বাসিন্দা দেবারুন দাস খাসের জায়গা দখল করে ছড়াতে মাটি ভরাট করছে বলে আভিযোগ উঠে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ দেবারুন দাস বিগত দিনেও এই ছড়া ভরাট করারা প্রয়াস চালিয়েছিলো। সেই সময় এলাকার প্রধান ও এলাকাবাসীর হস্তক্ষেপে মাটি ভরাট করতে সফল হয়নি দেবারুন দাস। বর্তমানে কোনোএক অজানা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় ছড়া ভরাট কারার প্রয়াস চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

## করোনা আক্রান্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জিন ক্যাসটেক্স

প্যারিস, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জিন ক্যাসটেক্স। স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায় দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দফতর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

মঙ্গলবার ফ্রান্স টুয়েন্টিফোর জানায়, জিন ক্যাসটেক্স এখন ১০ দিনের আইসোলেশনে থেকে কাজ করছেন। খবরে বলা হয়, ৫৬ বছর বয়সী জিন ক্যাসটেক্স স্থানীয় সময় সোমবার সকালেও ব্রাসেলসে ছিলেন। সেখানে তিনি বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্ডার দ্য ক্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাও ছিলেন। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেরাল্ড ডারমানিন ও ইউরোপের মন্ত্রী ক্লেমেন্ট বিউনও ছিলেন তার সফরসঙ্গী।

এর আগে ফরাসি সরকারের আমন্ত্রণে ৯ নভেম্বর থেকে চার দিনের সফরে দেশটির রাজধানী প্যারিসে যান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফরাসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্যাসটেক্সের বাসভবনে যান। সেখানে দুই প্রধানমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।

## নিজের নামে সিনেমা হল খুলছেন সলমন

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বড় পর্দা মাতাচ্ছেন বলিউড সুপারস্টার সলমন খান। তার নতুন সিনেমার মুক্তি মানেই সিনেমা হলে উপচে পড়া ভিড়! তবে এবার নিজেই সিনেমা হলের মালিক হতে যাচ্ছেন তাই তারকা। নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে সিনেমা হলটির নাম দিচ্ছেন 'সলমন টকিজ'।

এক সাক্ষাৎকারে সলমন বলেন, 'অনেক দিন ধরেই এটা নিয়ে পরিকল্পনা করছিলাম। যদি এই মহামারি করোনা পরিস্থিতি না থাকতো, তাহলে এতোদিনে আমার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হতো। তবে খুব শিগগিরই সলমন টকিজ খুলতে চলেছি। 'করোনার আবহে সিনেমা হল 'বিমুখ' দর্শক! জনপ্রিয়তা পেয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো। আর এমন পরিস্থিতিতে একরকম ঝুঁকি নিয়েই সিনেমা হলের মালিক হচ্ছেন 'ভাইজান'।তবে এইসব সিনেমা হল মুম্বাইয়ের মতো উন্নত শহরে তৈরি হবে না। মফঃস্বল কিংবা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেখানের মানুষদের বহু দূরে শহরের সিনেমা হলে যাওয়াটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, সেরকম অঞ্চলে ও প্রধানত সেই ধরণের দর্শকদের জন্যই তৈরি হবে সলমন টকিজ।

# আজ মুখোমুখি মোদী-মমতা উঠতে পারে ত্রিপুরার সন্ত্রাস বিএসএফ নিয়ে সংঘাত

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : দিল্লি সফরে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিন ভর ঠাসা কর্মসূচির পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখোমুখি হতে চলেছেন মমতা। বিধানসভা ভোটে বিপুল জনাদেশ নিয়ে বিজেপির সরকার গঠনের স্বপ্নকে চুরমার করে তৃতীয় বারের জন্য বাংলার শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল। তারপর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখোমুখি হতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।গত সপ্তাহেই উত্তর ২৪ পরগনার প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা জানিয়েছিলেন, তিনি দিল্লি যাবেন এবং সেখানে গিয়ে রাজ্যের বকেয়া টাকা তিনি চাইবেন। অভিযোগের সুরে মমতা বলেছিলেন, "আমাদের রাজ্যে পরপর কয়েকটি ঘূর্ণঝড় হয়েছে এবং তাতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমফান, ইয়াস কোনও কিছুরই টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লি গিয়ে আরও একবার বলে দেখব।"

তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল মমতার দিল্লি সফরে কেন্দ্রের থেকে বকেয়া টাকা প্রাধান্য পাবে। কারণ এই মুহূর্তে রাজ্যের কাঁধে আর্থির বোঝা বিপুল। তারমধ্যে নতুন করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুয়ারে রেশনের মত প্রকল্প চালু হওয়ায় অর্থের সমস্যা বাড়বে। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বকেয়া টাকা আদায় করা গেলে সুবিধা হবে। দিল্লি রওনা দেওয়ার আগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের কথা তোলেন মমতা। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার বাড়িয়েছে কেন্দ্র। এই এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে না জানিয়েই তল্লাশি ও প্রয়োজনে সন্দেহভাজনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার ক্ষমতাও বিএসএফকে দেওয়া হয়েছিল। মমতা ও তাঁর সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। ইতিমধ্যেই বিধানসভায় এই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল। মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বিএসএফ নিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাতে পারেন মমতা। দিল্লি রওনা দেওয়ার আগেই মমতা জানিয়েই দিয়েছিলেন, বিএসএফ ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।

আরও একটি বিষয়ের কথা মোদী-মমতা বৈঠকে উঠে আসতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ত্রিপুরা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপান উতর তুঙ্গে। গত রবিবারই সায়নী ঘোষকে পূর্ব আগরতলা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় থানার ওপর চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতি। অভিযোগ, তৃণমূলকর্মীদের মারধর করা হয়। এই ঘটনায় বিজেপিকে দায়ী করেছিল তৃণমূল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে গিয়েও স্মারকলিপি জমা দেন তৃণমূল সাংসদরা।তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, ত্রিপরাতেই আইনের শাসন ভেঙে পড়ছে এবং ত্রিপুরা জুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাসে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মোদীর সঙ্গে বৈঠকে ত্রিপুরাতে হওয়া সন্ত্রাস নিয়েও অভিযোগ জানাতে পারেন মমতা।

## পঞ্জাবের শিক্ষকদের ৮টি গ্যারান্টি কেজরিওয়ালের, বললেন শিক্ষায় সংস্কার প্রয়োজন

অমৃতসর, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের শিক্ষকদের ৮টি বড় গ্যারান্টি দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার অমৃতসরে সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিকে আমরা ঠিক করেছি, পঞ্জাবের স্কুলকেও ঠিক করব। আমরাই জানি কীভাবে ঠিক করতে হয়, অন্য কোনও দল জানেই না।' তিনি আরও জানান, 'পঞ্জাবের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন।' কেজরিওয়ালের ৮টি গ্যারান্টি হল-'প্রথমত, শিক্ষায় রূপান্তর। দ্বিতীয়ত, চুক্তিভিত্তিক চাকরি স্থায়ী করা। তৃতীয়ত, স্থানান্তর নীতি পরিবর্তন। চতুর্থত, শিক্ষকরা করবেন না কোনওরকম নন-টিচিং কাজ। পঞ্চমত, সকল শূন্যপদ পূরণ। ষষ্ঠ, বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ। সপ্তমত, সময়োপযোগী প্রমোশন ও অষ্টম গ্যারান্টি হল ক্যাশলেস মেডিকেল।'

পঞ্জাবে কে হতে চলেছেন আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী, সেই জল্পনা এদিনও জিইয়ে রাখলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার পঞ্জাবের অমৃতসরে সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'পঞ্জাবে শাসকদল কংগ্রেস ঘোষণা করছে না চান্নি বা সিধু তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কিনা। উত্তর প্রদেশে ক্ষমতাসীন বিজেপি ঘোষণা করছে না যোগী বা অন্য কেউ তাদের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কিনা। গোয়ার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। আমরা তাঁদের সামনেই তা ঘোষণা করব।'

## নতুন রেকর্ড টিকাকরণে, ১১৭.৬৩ কোটির মাইলফলকে পৌঁছল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): টিকাকরণে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেল ভারত। ভারতে ১১৭.৬৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭১ লক্ষ ৯২ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১৭,৬৩,৭৩, ৪৯৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৫৪ জনকে। ভারতে ৬৩.৩৪-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ৯,৬৪,৯৮০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৩,৩৪,৮৯, ২৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে।

## দৈনিক সংক্রমণ কমছে ভারতে, ২৩৬ বেড়ে করোনায় মৃত্যু ৪.৬৬-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ কমছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নিম্নমুখী মৃত্যুও। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৫৭৯ জন, যা বিগত ৫৪৩ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৩৬ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,২০২ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.৩২ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,১৩,৫৮৪-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪,৮৫৯ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৫৭৯ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৫৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১৭,৬৩,৭৩,৪৯৯ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৩৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৬,১৪৭ জন (১.৩৫ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,২০২ জন।

# ত্রিপুরা নিয়ে তৃণমূলকে এক হাত তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর (হি. স.) : ত্রিপুরা নিয়ে তৃণমূলকে এক হাত নিলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তিনি টুইটার ও ফেসবুকে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মী নিহত শু ১২৩। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত তৃণমূল কর্মী নিহত শু শূন্য। কিন্তু মমতা সহ তৃণমূলের পক্ষ থেকে যা চিৎকার হচ্ছে, তার ডেসিবেল গণনা করুন! প্রায় পুরো আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে! উপলব্ধিটাই বিষয়! চিৎকার একটা পার্থক্য!"

সওয়া ১১টায়, পোস্ট করার ৩৭ মিনিটে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার যথাক্রমে ২৮১, ৬৮ ও ২৬। শুভেন্দু গুছাইত লিখেছেন, "এখানেই আমাদের সঙ্গে ওদের পার্থক্য। প্রতিবাদের মত সিনক্রিয়েশন করতে এখনো আমরা শিখি নি।" অনির্বান মজুমদার লিখেছেন, "ওরাই আবার ত্রিপুরায় এসে গনতন্ত্রের কথা বলছেন।" রাজর্ষি সোম লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে ২০০র বেশি বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। নির্বাচনের আগেই তো ১৫০ হয়ে গেছিল।" গৌতম ঘোষ লিখেছেন, "আরও হবে বলছে জ্যোতিদাদা, ববিদাদারা। জানিনা থামবে কবে কখন কোথায় কিভাবে।"

তথাগতবাবুর বিরোধিতায় বিনয় চক্রবর্তী লিখেছেন, "আমাদের পাড়ার অদূরে একটি বস্তি আছে, তাদের সাথে পাড়ার কেউই পেরে ওঠেনা! এটাকে কি দুর্বলতা বলা হবে! যারা যারা এবারের রেজাল্টের জন্য, বিজেপি নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে যাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলি। মনে রাখবেন পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকার থেকেও কঠিন কাজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিরোধী দল করা! যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আত্মবলিদানের বিনিময়ে আজ বিজেপি এতগুলো সিট দখল করলো তাদেরকে সম্মান করুন।

নেতৃবৃন্দ শক্ত মনের নাকি দুর্বল মনের অধিকারী সেটা কি ভাবে বিচার হবে!! কাজ দেখেই বিচার হবে নিশ্চয়ই!! তাহলে বলি ২০১৫-র আগে বাংলায় বিজেপি বলতে কি ছিল আর আজ বাম-কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে ১০.৮ থেকে ৩৮.২ হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গ বিজেপি! সাংসদ-বিধায়ক মিলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সেরা বিরোধী শক্তি! শুধুমাত্র মুসলিম ভোট ভাগ না হওয়ার কারণেই বেগম আজ ক্ষমতায়!

সমালোচনা জরুরী কিন্তু সেটা যেন গঠনমূলক হয় সেটাও দেখতে হবে। অহেতুক দোষারোপ কাজের কথা নয়। তৃণমূলের অসভ্যতামি, কোনো অবস্থাতেই যেন আর কোনো দলের কাছে অনুকরণীয় বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়!! জাস্ট ভাবুন ভারতবর্ষের সব দল এটাই করতে শুরু করে দিলো!! ঈশ্বর রক্ষা করুন, মৃনতুল দলের শেষটা যেন ত্বরান্বিত হয়, আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি যেন রক্ষা পায়।" শেখ জিয়ারুল লিখেছেন, "বুড়ো দাদু আপনার এত অপমান করছে দিলীপ কাকু তবুও আপনি এই সব পোস্ট করছেন?" অভিষেক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "পাগলা দাশু ফিরিয়া আসিয়া প্রমাণ করিল সে ছাড়িয়া যায় নাই!"

আগরতলায় ভোটকর্মীদের মধ্যে ভোট সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।